NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ কৃষি থেকে আইনশৃঙ্খলা, রাজ্যের বহুমুখী সংকট তুলে ধরলেন শমীক

'চল রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন, আর কমিশন দিল ভোট-বাদ্য' ৩

কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৬ ১২ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.03.2026, Vol.19, Issue No. 284, 8 Pages, Price 3.00

দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা আজ, ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় 'বিবেচনাধীন' নামগুলির দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা শুক্রবার প্রকাশিত হতে পারে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা যতগুলি নাম চূড়ান্ত করে সই করে পাঠাবেন, ততগুলিই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে এখনই মোট সংখ্যার নির্দিষ্ট হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

পুরো প্রক্রিয়াটি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে চলছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশন সূত্রে দাবি, বিচারাধীন থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ নামের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩২ লক্ষের নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ নাম বাদ গিয়েছে বলেও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত সোমবার প্রকাশিত প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় প্রায় ১০ লক্ষ ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এদিকে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের দাবি ও অভিযোগের নিষ্পত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমত বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার নিউটাউনে সম্ভাব্য স্থান খতিয়ে দেখতে যাবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

ঝড়-বৃষ্টিতে দেড় ঘণ্টা আকাশে চক্কর আবার বিমান বিভ্রাট মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে দীর্ঘক্ষণ মাঝ আকাশে ঘুরপাক খাওয়ার পর অবশেষে বিকেল ৫টা ১৮ নাগাদ নিরাপদে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান।

বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর ও বীরভূমে দুটি জনসভা সেরে বিকেল ৩টা ৩৯ মিনিটে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ঝড়-বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ে বিমান নামানো সম্ভব হয়নি। সূত্রের খবর, রানাঘাট, কৈখালি, সোনারপুর ও ডায়মন্ড হারবারের আকাশে দীর্ঘ সময় ধরে চক্কর কাটতে থাকে বিমানটি। মাঝেমধ্যে আবহাওয়া কিছুটা অনুকূল হলেও ফের ঝড়-বৃষ্টি শুরু হওয়ায় অবতরণের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়।

আবহাওয়া দপ্তর আগেই দমদম-সহ উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল। আবহাওয়াবিদদের মতে, ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার উচ্চতার বজ্রগর্ভ মেঘের জেরেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে বিমানটি দক্ষিণমুখে ঘুরে যায় এবং বিকল্প অবতরণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের আকাশে অন্তত তিনবার অবতরণের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে জ্বালানির পরিস্থিতিও নজরে রাখা হচ্ছিল বলে জানা যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবহাওয়া কিছুটা অনুকূল হলে বিমানটি ফের কলকাতা বিমানবন্দরের দিকে আসে এবং শেষমেশ বিকেল ৫টা ১৮ নাগাদ নিরাপদে অবতরণ করে।

বিমানবন্দরে নামার পর গাড়িতে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে তাঁকে কেবল হাত নাড়তে দেখা গিয়েছে। কোনও মন্তব্য করেননি।

'আমরা পাণ্ডব, বিজেপি কৌরব'

সোমনাথ মুখার্জি

দুবরাজপুরের খয়রাশোলের গোষ্ঠ ডাঙ্গালের জনসভা থেকে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রকল্পের বার্তা তুলে ধরে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভায় উপস্থিত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, বীরভূমজুড়ে ধর্মীয় স্থান সংস্কার, পর্যটন উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং সড়ক নির্মাণে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। তাঁর দাবি, পানাগড়, ইলামবাজার, দুবরাজপুর সড়ক থেকে শুরু করে একাধিক প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন হয়েছে এবং পথশ্রী প্রকল্পে এলাকায় ১০০ কোটির বেশি খরচ হয়েছে। দেউচা-পাচামি প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানে এক লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান শিল্পের বড় কেন্দ্র হয়ে উঠবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও দাবি করেন তিনি। বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার রেল ও এলআইসি-সহ একাধিক সংস্থা বেসরকারিকরণ করছে এবং সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ বাড়াচ্ছে। রান্নার গ্যাস, পেট্রোল ও ট্রেন ভাড়ার বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে তিনি কেন্দ্রের সমালোচনা করেন। ভোটার তালিকা নিয়েও এদিন সরব হন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, সাপ্লিমেন্টারি তালিকা এখনও প্রকাশ হয়নি এবং অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। 'যদি সাহস থাকে, তালিকা প্রকাশ করুক', চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। রাজ্যে চলা সামাজিক প্রকল্পগুলির উল্লেখ করে মমতা বলেন, খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী-সহ একাধিক প্রকল্প সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডারের বাড়তি অর্থ মার্চ মাস থেকেই দেওয়া শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন ও প্রশাসনিক বদলি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই আধিকারিক বদল করা হচ্ছে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।

সভা থেকে তিনি ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন করেন, শান্তি বজায় রাখতে এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকেই পুনরায় ক্ষমতায় আনতে হবে। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'মানুষের সমর্থনই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'

অন্যদিকে, এদিন পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা ফুটবল মাঠে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে মমতা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'এই লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, আমরা পাণ্ডব, বিজেপি কৌরব।'

সংঘর্ষে নিহত হরমুজের 'দ্বাররক্ষক'

তেহরান, ২৬ মার্চ: সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ইরানের নৌসেনা প্রধান আলিরেজা তাংসিরি। বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করেছে ইজরায়েল। দাবি করা হচ্ছে, হরমুজ প্রণালীর ধারে ইরানের বন্দর আব্বাস শহরে এক হামলায় নিহত হয়েছেন তিনি। যদিও ইরান এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি।

ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম 'দ্য জেরুজালেম পোস্ট' বৃহস্পতিবার দাবি করে, বন্দর আব্বাস শহরে এক হামলায় নিহত হয়েছেন আলিরেজা। তবে আমেরিকা না ইজরায়েলের আক্রমণে তিনি নিহত হয়েছেন, তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলার বিষয়ে ইজরায়েলি বাহিনী সরাসরি কোনও মন্তব্য করেনি। তবে তেল আভিভের প্রতিরক্ষা সূত্র এই রিপোর্ট অস্বীকারও করেনি।

আশ্বাস মোদী সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে ভারতে তেল এবং গ্যাস সরবরাহে সংকট শুরু হয়েছে। আতঙ্ক বাড়ছে আমজনতার মধ্যে। তবে এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হল, আগামী ৬০ দিনের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। শুধু তাই নয়, হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার পরেও অন্তত ৪০টির বেশি জায়গা থেকে তেল আমদানি করছে ভারত। যুদ্ধের আগে থেকেই পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুতের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দেশের শোধনাগারগুলিতে, এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়, দেশজুড়ে জ্বালানি সংকটের যে খবর ছড়াচ্ছে সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী দৃশ্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। বাছাই করা কিছু দেশের জাহাজকে হরমুজ পার করার ছাড়পত্র দিয়েছে তারা। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে হরমুজের 'দ্বাররক্ষক' ছিলেন ইরানের এই নৌসেনা প্রধানই। প্রণালীকে অবরুদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপরে। বুধবার পাকিস্তানগামী এক জাহাজকেও হরমুজ পেরোতে বাধা দিয়েছিলেন তিনি। এ বার ইরানের সেই নৌসেনা প্রধানও নিহত হলেন সংঘর্ষে।

ইজরায়েলের হামলায় সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে নিহত আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের 'ডান হাত' বলে পরিচিত ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারজানির। শুধু তা-ই নয়, প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের গুপ্তচর মন্ত্রী ইসমাইল খাতিব। এছাড়াও ইজরায়েলি ক্ষেপমাস্ত্রে নিহত হয়েছেন ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের আওতাধীন আধাসামরিক বাহিনী 'বাসিজ ফোর্সের' কমান্ডার গোলামরেজা সোলাইমানি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইরান হার মানার পাত্র নয়। আরও শক্তি দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

যুদ্ধ-সংকটে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আজ বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের প্রেক্ষিতে দেশের প্রস্তুতি ও রাজ্যগুলির করণীয় খতিয়ে দেখতে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক হবে, যেখানে নির্বাচনে না থাকা রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাই অংশ নেবেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলার জেরে ইরানকে ঘিরে যে সংঘাত শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী। পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক স্তরে নিরাপত্তা ও কৌশলগত উদ্বেগ

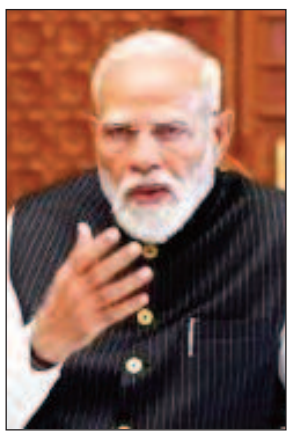

বাড়ছে বলেই মনে করছে কেন্দ্র। সূত্রের দাবি, বৈঠকের মূল লক্ষ্য হবে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি পর্যালোচনা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো। 'টিম ইন্ডিয়া'-র ভাবনায় সমন্বিতভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার উপর জোর দেওয়া হবে।

তবে নির্বাচন চলায় মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট কার্যকর থাকায় পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল এবং পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীরা এই বৈঠকে থাকছেন না। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবে ক্যাবিনেট সচিবালয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব যাতে দেশের অভ্যন্তরে না পড়ে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা: শুভেন্দু

বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে রামনবমীর মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমী উপলক্ষে কলকাতার ভবানীপুরে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা জোরালো করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিছিলের মাঝেই তিনি বলেন, 'বাংলায় এবার রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ। মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। যুবক যুবতীরা এই বাংলাতেই কাজ পাবেন। ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে হবে না।' সাধু-সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়, যা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছাকাছি। এদিন কড়া ভাষায় প্রশাসনকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, 'লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে। পুলিশকে এমন উত্তর দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি, দিন ভালো নয়।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপের মধ্যে স্পষ্ট কৌশল রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রার্থী হিসেবে শুভেন্দুর উপস্থিতি একধরনের সরাসরি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। নির্বাচনী লড়াইকে গুরুত্ব দিয়ে বিজেপি যে আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে, এই কর্মসূচি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এ বছরের রামনবমী ঘিরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। তবে সূচনার জন্য ভবানীপুরকেই বেছে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

সংঘর্ষে উত্তপ্ত বাসন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আবহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে প্রচার ঘিরে বৃহস্পতিবার হঠাৎই অশান্তির আগুন ছড়ায়। বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১টা নাগাদ বিজেপি প্রার্থীর জনসংযোগ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দ্রুত হাতাহাতি ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়।

বিজেপি শিবিরের দাবি, 'পুলিশ অকারণে প্রচারে বাধা দেয়। কোনও বিশৃঙ্খলা ছিল না, তবু আমাদের থামিয়ে দেওয়া হয়।' তাঁদের আরও অভিযোগ, শাসকদলের কর্মীরা আচমকাই হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তোলে। অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে পুলিশকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগও উঠেছে।

ঘটনাস্থলে থাকা এক জওয়ান বলেন, 'ভাঙচুর থামাতে গেলে পিছন দিক থেকে আঘাত করা হয়। মাথায় বাঁশের বাড়ি পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।' এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য ছিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, কিন্তু উল্টে আমাদেরই নিশানা করা হয়।' প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, 'স্থানীয় প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়, ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে।'

শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাম নবমীর প্রাক্কালে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে সম্প্রীতি ও সংযমের আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি বলেন, 'রাম নবমীর এই শুভক্ষণে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলে সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন।'

তবে শুভেচ্ছার আড়ালেই ছিল প্রশাসনিক সতর্কতা। ভোটের আবহে অতীতের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে উৎসব ঘিরে কোনও অশান্তি যেন না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নবান্ন থেকে সমস্ত জেলায় সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। পুলিশকেও কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক বছরে রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনার নজির রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে এ বছর নির্বাচনকালীন পরিস্থিতিতে উৎসবকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে তৎপর প্রশাসন ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। উস্কানিমূলক স্লোগান বা বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

রামনবমীতে শহরে পুলিশের কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমী উপলক্ষে কলকাতায় যানবাহন চলাচলে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করল পুলিশ প্রশাসন। জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আগাম নির্দেশিকা প্রকাশ করে শহরবাসীকে সতর্ক করেছে লালবাজার।

পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'উৎসবের সময় শহরের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক চলাচল বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' নির্দেশ অনুযায়ী, ২৬ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এবং ২৭ মার্চ সকাল ৬টা থেকে

রাত ৮টা পর্যন্ত কলকাতা শহরের মধ্যে সমস্ত ধরনের পণ্যবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। তবে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়ি, যেমন গ্যাস, জ্বালানি, ওষুধ, দুধ, সবজি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনকারী যান-এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, শোভাযাত্রার রুট ধরে প্রয়োজন অনুযায়ী যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ বা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। এক ট্রাফিক আধিকারিকের কথায়, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে গাড়ি সরিয়ে বিকল্প পথে চালানো হতে পারে।'

এই নির্দেশের জেরে শহরের প্রধান ও শহরতলির সড়কগুলিতেও প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নাগরিকদের আগেভাগে পরিকল্পনা করে বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 'শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ' রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের পরই বিষয়টি খতিয়ে দেখে মুখ্যসচিবের কাছে তিনজন উপযুক্ত আধিকারিকের নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

কমিশনের তরফে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, ১৫৯ নম্বর ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ নিয়ে আপত্তির প্রেক্ষিতে বিকল্প হিসেবে তিনজন আধিকারিকের প্যানেল পাঠাতে হবে। সেই তালিকা বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার মধ্যে কমিশনের কাছে জমা দিতে বলা হয়। যা ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কমিশনের দাবি, নতুন করে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের এই উদ্যোগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ করে কমিশন স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মধ্যরাতে বাঘাযতীনে গুলি, হত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে খাস কলকাতায় চলল গুলি! বাঘাযতীনে বন্ধুর ফ্ল্যাটে গিয়ে খুন হলেন এক যুবক। ওই যুবকের নাম রাহুল দে। ঘটনাস্থল থেকে ফাঁকা কার্তুজ, এক অভিযুক্তের পার্স, মদের বোতল, রেড বুলের ক্যান, জলের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘটনায় স্থানীয় থানা কি পদক্ষেপ নিয়েছে তাও জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধৃত চার, রিপোর্ট তলব কমিশনের

স্থানীয়দের দাবি, মধ্যরাতে বাঘাযতীন পূর্ব ফুলবাগান এলাকায় একটি চার তলা আবাসনের ছাদ থেকে গুলির শব্দ পান তাঁরা। তার পরেই খবর দেওয়া হয় পাটুলি থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পরে ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখাও। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বছর পঁয়ত্রিশের রাহুল বুধবার রাতে বাঘাযতীনের পূর্ব ফুলবাগান এলাকার একটি ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। মৃতের পরিবারের দাবি, রাহুলকে ফ্ল্যাটে ডেকেছিলেন বন্ধু জিৎ মুখোপাধ্যায়। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ কয়েক জন দুষ্কৃতী ফ্ল্যাটে ঢোকে বলে দাবি করেছে জিতের পরিবার। তার পরই তারা গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাহুলের। গুলিতে জখম হয়েছেন জিৎও। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত চার জনকে ধরেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন দীপ রায়, বিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা বণিক এবং জয়ন্ত ঘোষ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, জুয়া খেলার টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা করা নিয়ে বচসার জেরেই এই ঘটনা।

স্থানীয়দের কারও কারও দাবি, নিহত যুবক তৃণমূল করতেন। আহত যুবক জিতের জেঠুর দাবি, গুলি চলার আগে আবাসনের ছাদে কয়েক জন যুবকের মধ্যে উত্তপ্ত কথাবার্তা চলছিল। সেই শুনে তিনি নীচ থেকে এক বার হাঁক দেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮২২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Mamataj Khatoon D/o. Abdul Karim & W/o. Md. Hannan, Mamtaj Khatoon W/o. Mahammad Hannan, Mamataj Khatoon D/o. Sk Abdul Karim, Mamatajbibi Sekh W/o. Hannan Sekh, Sekh Mamatajbibi W/o. Hannan, সাং ধরমপুর, জামদারা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪১০, একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে, ১৯১ ধনিয়াখালী বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৭, ক্রমিক নাম্বার ৪২০, হুগলী, ও আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮২১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sakila Begum D/o. Sekh Abdul Rashid, Sakila Begum & Sakila Begam W/o. Mohammad Mohosin Sarkar, Sakila Munsi W/o. Moshen Munsi, Munsi Sakila W/o. Moshen, সাং ধরমপুর, জামদারা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪১০, একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে, ১৯১ ধনিয়াখালী বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৭, ক্রমিক নাম্বার ৪৬৭, হুগলী, ও আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী নিলীমা জোয়ারদার, স্বামী- মৃত নরেশ জোয়ারদার, শ্রীমতী নীলাক্ষী দত্ত (জোয়ারদার), স্বামী শ্রী সুকোমল দত্ত, কুমারী নীলাঞ্জনা জোয়ারদার, পিতা- মৃত নরেশ জোয়ারদার, সকলের সাং- শ্যামাশ্রী পল্লী মেইন রোড, পোঃ নোনাচন্দনপুকুর, থানা-টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২২। গত ইংরাজী ১৮.০১.২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-31/16 নং আমমোক্তার দলিল শ্রী লক্ষন জোয়ারদার, পিতা- মৃত নিত্যানন্দ জোয়ারদার, সাং-পাতুয়া, পোঃ খামারশিমুলিয়া, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে উক্ত লক্ষন জোয়ারদার কতেক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O. Hanskhali অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। -তপশীল- জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা- খামারশিমুলিয়া, জে. এল.-৪০, এল.আর. খতিয়ান-৫৫৫, এল.আর. ৬৮৬ নং দাগে আউশ জমি মোট ২৩.৫০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। শম্ভু অধিকারী, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অভিষেক সিং, পিতা- সঞ্জয় কুমার সিং, সাং- তেমাথা জি. টি. রোড, এসি চ্যাটার্জী রোড, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্র পাড়া মৌজার এল. আর.- ২২৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ২৮৯৯ নং দাগের ৫.৫০ শতক ও এল. আর. ৮৪৮ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ২৮৯৯ নং দাগের ৩ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২২/০৪/২০২৫ তারিখে এ. ডি. এস. আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩০৯ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং ডাক্তার গলি পোস্ট ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলীর নিবাসী বিপুল বিহারী হালদার, পিতা- মৃত কেশব রঞ্জন হালদার- এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ১৭/০২/২০২৬ তারিখে এ. ডি. এস. আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৪৮৭ নং দলিল দ্বারা সাং- কুম্বালা হিলস, মুম্বাই নিবাসী গৌতম রসিক লাল আসরা, পিতা- রসিকলাল কাঞ্জি আসরা-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত রাইপুর নিবাসী প্রশান্ত ঘোষ পিতা ৺গৌরচন্দ্র ঘোষ জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১১০ নং জে.এল. ভুক্ত চন্দনপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ২০৯৫ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ১৫০৮ নং দাগের ১০ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত নীলাকাশ খাঁ পিতা যাদব খাঁ, সাকিম- মীর্জাপুর, পোঃ- রাইপুর, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২০ সালের ১ নং বহির ৭৪৪৬ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে নীলাকাশ খা চন্দনপুর মৌজার ২০৯৫ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ১৫০৮ নং দাগের ১০ শতক সম্পত্তি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত কাছারিপট্টী নিবাসিনী তনুশ্রী রায় স্বামী দেবাশীষ রায়-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২০২১ সালের ১০৯৫৫ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta
(Advocate), Bolpur Court

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ মমতাজ বেগম, স্বামী - সোহরাব উদ্দিন সেখ, সেখ তাজ উদ্দিন ও সেখ সেহনাজ বেগম উভয়ের পিতা - সোহরাব উদ্দিন সেখ একত্রে গত ইং - ০৪/০৬/১৬ তারিখে khambhat sub registry office gujrat এ রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৭০ নং আমমোক্তার বলে এবং সেখ সুমাইয়া বেগম পিতা - সোহরাব উদ্দিন সেখ গত - ২২/১১/১৮ তারিখে khambhat sub registry office gujrat এ রেজিষ্ট্রীকৃত ২৬৫৮ নং আমমোক্তার বলে জে.এল. নং - ৭১, মৌজা হরাল ১৬৬০, ১৫০৭, কৃঃ খতিয়ানে ২৫৪১, ১২৯১, ৪৬৯৬ দাগের উক্ত সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

**সেখ মমতাজ বেগম
পাণ্ডুয়া, হুগলী**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি নীলাচল চন্দ্র দাস, পিতা- নিরঞ্জন চন্দ্র দাস হাল সাং- সর ডাঙ্গা, পোঃ- শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্র পাড়া মৌজার এল. আর.- ৩১০৯৫ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ৩১৫৫ নং দাগের ৯.৯০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৯/০২/২০২৪ তারিখে ডি. এস. আর. নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৬৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- গৌরনগর, পোঃ- শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিবাসী রঞ্জিত দে, পিতা- মনমোহন দে- এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ২৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি. এস. আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৬০৩ নং দলিল দ্বারা সাং- জগৎপুর নবনিকেতন, থানা- রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, নিবাসী প্রমিলা রাজবংশী, স্বামী- শ্যামল রাজবংশী- কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **কৃষ্ণপদ সরকার** পিতা তারক চন্দ্র সরকার, সাকিম রামচন্দ্রপুর বিশ্বাস পাড়া, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪পরগণা-৭০০১০৩, মহাশয় বিগত ইং ০২/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00462/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শুভেন্দু সরকার**, পিতা সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সাকিম রামচন্দ্রপুর বিশ্বাস পাড়া, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪পরগণা-৭০০১০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১২৪ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৫৯৫ তথা হাল এল.আর. ৬৬৬ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ১২৬ শতকের মধ্যে ৫৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি, তন্মধ্যে বিগত ইং ০৯/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00626/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জয় মন্ডল** পিতা শশধর মন্ডল, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **জয় মন্ডল** পিতা শশধর মন্ডল মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শুভেন্দু সরকার(আমমোক্তার)**

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭শে মার্চ। ১২ই চৈত্র। শুক্র বার। শ্রী রাম নবমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তর চন্দ্রর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ চৈত্র মহানবমী তিথি। শ্রী শ্রী রাম নবমী তিথি। শ্রীবরাহজয়ন্তী। আদ্যাপীঠে কুমারী পূজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বারা উরাওঁ-এর সমর্থনে আয়োজিত সুবিশাল রোড শোয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলকে বিদায় দিতে গোটা রাজ্যে ‘নো ভোট টু মমতা’ করতে হবে: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসক অভয়ার পানিহাটির বাড়িতে বৃহস্পতিবার সন্ধেয় আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। এদিন শুভেন্দু অধিকারী অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। নির্বাচনের আবহে এই সাক্ষাৎ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, গোটা রাজ্যে ‘নো ভোট টু মমতা’ করতে হবে। আর ভোট ফর বিজেপি করতে হবে। তিনি বলেন, ২১টি রাজ্যে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আছে। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে ও অসমে নারীরা সুরক্ষিত। তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে কিছু ঘটনা ঘটলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চরম পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। বামেদের নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাম ভোটারদের একটা বড় অংশ এবার পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে। বামেদের সবাই তৃণমূলের বি-টিম নয়। বামেদের মধ্যে একটা বড় অংশ যাঁরা মনে করেন, বাংলাকে বাঁচাবেন, তাঁরা ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেবেন। অভয়া কাণ্ড স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার আগে পাঁচদিন ধরে বিনীত গোয়েল, সন্দীপ ঘোষ, অতীন ঘোষ ও নির্মল ঘোষরা মমতা প্রত্যক্ষ মদতে প্রমাণ লোপাট করার কাজ করেছিলেন। তাঁদের অন্যতম চক্রান্তের নায়ক ছিলেন বিনীত গোয়েল। তাঁর হয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছিলেন মেনকা গুরুস্বামী। সেই মেনকা গুরুস্বামীকে তৃণমূল পুরস্কার দিয়ে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে।

ভোটের আগে কড়া নজরদারি, বাজেয়াপ্ত ৪০০ কোটির বেশি অবৈধ সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশজুড়ে নজরদারি আরও জোরদার করেছে নির্বাচন কমিশন। একাধিক রাজ্যে মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ৪০০ কোটিরও বেশি মূল্যের নগদ, মদ, মাদক এবং অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত মোট ৪০৮.৮২ কোটি টাকার অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৭.৪৪ কোটি টাকা নগদ, প্রায় ৩৭.৬৮ কোটি টাকার মদ, ১৬৭.৩৮ কোটি টাকার মাদক, ২৩ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতু এবং ১৬৩ কোটিরও বেশি মূল্যের অন্যান্য সামগ্রী। নজরদারি বাড়াতে দেশজুড়ে ৫,১৭৩টি ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ৫,২০০-রও বেশি স্ট্যাটিক সার্ভেল্যান্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে এই বাজেয়াপ্তি চলছে বলে জানিয়েছে কমিশন। অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও দ্রুততা আনার দাবি করেছে কমিশন। সি-ভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত মোট ৭০,৯৪৪টি অভিযোগ জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৯৫ শতাংশেরও বেশি অভিযোগ ১০০ মিনিটের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে সি-ভিজিল অ্যাপ এবং ১৯৫০ নম্বরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নজরদারি চলাকালীন সাধারণ মানুষ যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন, সেই দিকেও নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

জগদ্দলে ক্রাইম, তোলাবাজি শেষ করতে হবে: রাজেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার সকালে ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নতুনগ্রাম মোড় থেকে ভোট প্রচার করলেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার। নতুনগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে পিছিয়ে পড়া নারকেলবাগান ঘুরে নতুনগ্রাম বাজার মোড়ে তিনি প্রচার শেষ করেন। প্রচারে রাস্তায় পথ চলতি মানুষজন এবং বাইক আরোহীদের সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রচারে হাজির ছিলেন জগদ্দল-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে শুভঙ্কর দে ও অনুপ মণ্ডল, প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দাস, যুব নেতা বিপ্লব কুমার ঘোষ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, প্রচারে বেরিয়ে জগদ্দল কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বলছেন, এখানে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নেই। বাঘ ও গরুতে একই ঘাটে জল খায়। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি খন্ডন করে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার বলেন, জগদ্দল জুড়ে ক্রাইম ও তোলাবাজি চলছে। এবার সেটা শেষ করতে হবে। তিনি জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। তিনি বলেন, প্রচারে বেরিয়ে মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলছে। মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছে। কারণ, জগদ্দলে উন্নয়নের বিন্দুমাত্র ছাপ পড়েনি। জগদ্দলের মানুষ নানান সমস্যায় জর্জরিত। জেতার পর সেই সমস্যা মেটানোর তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন।

প্রচারে বেরিয়ে শুভ্রাংশু রায়ের বাড়িতে গেলেন বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির ‘চাণক্য’ খ্যাত মুকুল রায়ের। কিন্তু আদালতের বিধি নিষেধ থাকার কারণে সেইসময় মুকুল রায়ের বাড়িতে যেতে পারেননি বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। বিধি নিষেধ উঠতেই বৃহস্পতিবার বেলায় প্রচারে বেরিয়ে সটান তিনি হাজির হলেন মুকুল রায়ের বাড়িতে। তিনি শুভ্রাংশুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন। তবে ভোটের আবহে প্রয়াত মুকুল রায়ের বাড়িতে বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাসের প্রবেশ নিয়ে বীজপুরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তাহলে কি মুকুল পুত্র জার্সি বদল করতে চলেছেন, তা নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও দু'জনেই দাবি করেছেন, এটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার। রাজনীতিতে সৌজন্য সাক্ষাৎকার দরকার আছে। বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস জানান, তিনি কাঁচরাপাড়ার ছেলে। এই কাঁচরাপাড়া থেকে রাজনীতি করে মুকুল কাকু রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন। এটা কাঁচরাপাড়াবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। উনি কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছেন। আদালতের কিছু বিধি নিষেধ ছিল। তাই তিনি ওনার মৃত্যুর সময় আসতে পারেননি। আদালতের সেই বিধি নিষেধ উঠে গেছে। তাই ওনার বাড়িতে এসেছি। সুদীপ্তের কথায়, শুভ্রাংশুর সঙ্গে তিনি একটা সময় রাজনীতি করেছেন। বহুবার তিনি ওই বাড়িতে এসেছেন। তাছাড়া দু'বারের বিধায়ক ছিলেন শুভ্রাংশু রায়। সুতরাং এটা একেবারেই সৌজন্য সাক্ষাৎকার। সুদীপ্তের সংযোজন, ওনার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়েছি। ওনার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছি। উনি আশীর্বাদও করেছেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, লড়াইটা শুধু তৃণমূলকে সরানোর লড়াই নয়। রাজনীতির পরিবেশ সুস্থ করার লড়াই। এখন মেধাহীন লোকেরা রাজনীতি করছেন। শিক্ষিত সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন লোকেদের রাজনীতিতে আসা উচিত। তাহলে রাজনীতির মান বাড়বে। অপরদিকে শুভ্রাংশু রায় বলেন, এটা পুরোপুরি সৌজন্য সাক্ষাৎকার। সুদীপ্ত বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট। কিছুদিন আগে তিনি পিতৃহারা হয়েছেন। তখন সুদীপ্ত আসতে পারেনি। সুদীপ্ত এখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। শুভ্রাংশু আরও বলেন, ওকে ভালো রেজাল্ট করার কথা বলেছি। একসঙ্গে তাঁরা স্কুলে পড়াশুনা করেছে। কিন্তু নিন্দুকেরা তো এটা নিয়ে জল্পনা করবেই। শুভ্রাংশুর কথায়, আমি তৃণমূলের হয়ে লড়াই করব। সুদীপ্ত ওর নিজের দলের হয়ে লড়াই করবে। দু'জনে যতই সৌজন্য সাক্ষাৎকারের কথা বলুক না কেন, তবে এই সাক্ষাৎ ঘিরে বীজপুরে এখন রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে।

বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ও ভোট প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বিএসএফের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং নির্বাচনে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি বৃহস্পতিবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান সুমিত শারণের সঙ্গে বৈঠক করেন। লোকভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থা, বাহিনীর মোতায়েন পরিকল্পনা এবং নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিএসএফের প্রস্তুতির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। বিএসএফের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল।

রাজ্যের অতীত নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে রাজ্যপাল সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি এবং অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপর জোর দেন। বিএসএফের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সর্বতভাবে সহযোগিতা করবে।

শনিতে অমিত শাহ প্রকাশ করবেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগমুহূর্তে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করতে ২৮ মার্চ শনিবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যে পা রেখেই তিনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক বিস্তারিত অভিযোগপত্র প্রকাশ করবেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। দলীয় শিবিরের দাবি, এই নথিতে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতির একাধিক দিক তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে শাসক শিবিরকে সরাসরি নিশানা করে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, এই প্রতিবেদনেই পরিষ্কার হবে, রাজ্যে কীভাবে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অভিযোগপত্রের পাশাপাশি একটি পৃথক বিশ্লেষণমূলক নথি প্রকাশের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সূত্রের দাবি, সেখানে সরকারের কাজের খতিয়ান তুলনা করে তুলে ধরার কৌশল নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে। ফল প্রকাশ ৪ মে। তার আগে রাজনৈতিক ময়দানে এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

হাওড়ায় রামদাস মহারাজের তিলক উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিমূলক আবহে হাওড়ায় পালিত হল রামদাস মহারাজের তিলক উৎসব। উদাসীন দীন দুঃখী লালবাবা ট্রাস্টের উদ্যোগে ৩ নম্বর পাল ঘাট লেনে অবস্থিত ট্রাস্টের কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই শুরু হয় তিলক উৎসবের মূল আচার-অনুষ্ঠান। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও গুরুবন্দনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় মহারাজের অভিষেক ও তিলক পর্ব। উৎসব উপলক্ষে সকাল থেকেই ট্রাস্ট প্রাঙ্গণে ভক্ত ও অনুগামীদের উল্লেখ যোগ্য ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরে আয়োজন করা হয় বিশেষ ‘সাধু ভাণ্ডারা’। সেখানে উপস্থিত সাধু-সন্তদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ট্রাস্টের সম্পাদক সুব্রত পাল।

বালির হাজরা পাড়ার ঘোষ পরিবারের অন্নপূর্ণা পুজো এবার ৭০ বছরে পদার্পণ করল।

নিউটাউনে রামনবমীর মিছিলে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নিউটাউন। মিছিলে ধারালো অস্ত্র আনার অভিযোগে মাঝপথেই বাধা দেয় পুলিশ, আর তাতেই তৈরি হয় তীব্র উত্তেজনা। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অনুমতি ছাড়া কোনওভাবেই অস্ত্র নিয়ে জমায়েত করা যাবে না। সেই নিয়ম কার্যকর করতেই শোভাযাত্রা আটকে দেওয়া হয়। তবে অংশগ্রহণকারীদের একাংশের আপত্তিতে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, শুরু হয় বচসা। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পীযূষ কানোড়িয়া। তিনি পুলিশকে সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ জানান। যদিও পুলিশ নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। এক পুলিশকর্তার কথায়, নিরাপত্তা বিধি মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোনও ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়। পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং শোভাযাত্রা এগোয়। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহে ছাপ ফেলেছে অস্বস্তি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৬, ১২ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার

ডিএ পরিশোধে পোর্টাল চালু

■ সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে অবশেষে সক্রিয় হল রাজ্য প্রশাসন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানোর লক্ষ্যে অর্থ দপ্তর একটি অনলাইন পদ্ধতি চালু করেছে, যেখানে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কর্মীদের পাওনা সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করা শুরু হয়েছে। এর ফলে বহু কর্মচারীর মধ্যে প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার প্রত্যাশা জোরদার হলেও, বাস্তবায়ন ঘিরে সংশয় কাটছে না। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছিল, ডিএ কোনও অনুগ্রহ নয়, এটি কর্মীদের অধিকার, এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম কিস্তি মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়লেও, নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি প্রকাশ না হওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্তরে। একাধিক সংগঠনের অভিযোগ, প্রক্রিয়াটি সর্বস্তরের কর্মীদের আওতায় আনতে পারেনি।

বাম-আইএসএফ টানাপোড়েন

■ ভোটের আগে জোট রাজনীতিতে ফাটলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভাঙড়-ক্যানিং কেন্দ্র ঘিরে আরাবুল ইসলামকে প্রার্থী করা নিয়ে সিপিএম ও আইএসএফ-এর মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এল। বৃহস্পতিবার কড়া ভাষায় অবস্থান জানিয়ে দেয় বাম নেতৃত্ব। দলীয় রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সেই ধরনের চরিত্রকে আশ্রয় দেওয়া যায় না। তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সামনে রেখে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামতে বাম শিবির রাজি নয়। একই সঙ্গে তৃণমূলের অতীত ঘনিষ্ঠতা এবং স্থানীয় স্তরের অভিযোগ তুলে ধরে তিনি কর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন। তাঁর কথায়, যাঁদের বিরুদ্ধে এতদিন অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের নিয়ে চললে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অবস্থান জোটের অন্দরে অস্বস্তি বাড়াতে পারে। বিশেষত ভাঙড় অঞ্চলে অতীত সংঘর্ষের স্মৃতি এখনও তাজা, ফলে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে আবেগও তীব্র। এদিকে একই দিনে বামফ্রন্ট আরও কয়েকটি কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে; সমীকরণ যাই হোক, লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেই এগোতে চাইছে তাঁরা।

নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরব অভয়ার মা

■ পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে উঠে এল নারী-নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সুর। বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ বৃহস্পতিবার একাধিক অভিযোগ তুলে সরাসরি রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের কোনও সুরক্ষা নেই, কোনও সম্মান নেই। তাঁর অভিযোগ, কোনও ঘটনা ঘটলেই প্রশাসনের তরফে মেয়েদের চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁর কথায়, রাতের পর বেরোবে না, ডিউটি দেওয়া হবে না; এই মানসিকতা চলতে পারে না। একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন অধিকারের প্রশ্নে। যাঁরা ভয় পায় না, তাঁদের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না; এই অধিকার রক্ষা করতেই আমার লড়াই, বলেন তিনি। বামপন্থীদের ভূমিকাও আক্রমণের মুখে পড়ে তাঁর বক্তব্যে। আপনারা কি আশা করেন, বামপন্থীরা কোনও পদক্ষেপ নেবে? না, নেবে না, এই মন্তব্যে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল। পানিহাটির ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন, জয় আপনাদেরই হবে। ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

কৃষি থেকে আইনশৃঙ্খলা, রাজ্যের বহুমুখী সংকট তুলে ধরলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কৃষি, আইনশৃঙ্খলা এবং ভোটার তালিকা সংশোধন; এই তিনটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরব হন।

কৃষিক্ষেত্রের দুরবস্থা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ঋণের বোঝা, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও বাজারের বিশৃঙ্খলায় কৃষকরা আজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। উৎপাদনের ন্যায্য দাম না পেয়ে তাঁরা আর্থিকভাবে ভেঙে পড়ছেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, সরকার কার্যকর সহায়তা না দিয়ে দায় এড়ানোর পথ নিচ্ছে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধ বালি তোলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এতে কৃষিজমির ক্ষয় হচ্ছে, ফলনও কমছে; যা ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে তাঁর সাফ বক্তব্য, রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘাত ও অন্তর্দলীয় বিবাদ বেড়েছে, এমনকী প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। তিনি দাবি করেন, গত কয়েক বছরে বহু রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, এই প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রামনবমীর মিছিল আটকে দেওয়ার ঘটনা সমাজে বিভাজন তৈরি করছে। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁর অভিযোগ, ফর্ম-৭ জমা দিতে বাধা এবং জমা পড়া আবেদন যথাযথভাবে খতিয়ে না দেখার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, তসব অভিযোগের নিষ্পত্তি করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে, পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, নাম বাদ পড়লে ফর্ম-৬ এর মাধ্যমে পুনরায় আবেদন করা সম্ভব। বৈঠকের শেষে তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ সব দেখছেন, এর জবাব তাঁরা ভোটেই দেবেন।

ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন, তোপ মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের মুখে 'বিচারাধীন' ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তালিকা প্রকাশ হলেও ঠিক কতজনের নাম বাদ পড়েছে বা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়; এই অনিশ্চয়তাকেই সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

-ফাইল চিত্র

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, হঠাৎ করে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সকলের নাম মুছে গেল! এখন বলছে হ্যাকিং হয়েছে। হ্যাকিং করেছ না বজ্জাতি করছ, মানুষকে জানাও। তিনি আরও বলেন, আমি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছি। লড়ে যাব। ছাড়ব না। এখনও অতিরিক্ত তালিকা টাঙায়নি। যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব। আপনাদের শুধু দরখাস্ত করতে হবে। শোনা যাচ্ছে, আট লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। তালিকা কোথায়?

একই সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে মানুষকে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হচ্ছে, এর চেয়ে লজ্জার কিছু হতে পারে না। নোটবন্দি থেকে সার; এরা মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। যাঁরা আপনাদের উপরে এই অত্যাচার চালিয়েছে, তাঁদের জবাব দিতে আপনারা কষ্ট করে হলেও ভোটের লাইনে দাঁড়ান।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরও স্পষ্ট তথ্যের অভাব ও প্রশাসনিক ধোঁয়াশা ঘিরে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে; এই পরিস্থিতিতে কমিশনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে শাসক শিবির।

ভোটের ফল বেরনোর আগেই মমতা ব্যানার্জি কালীঘাট ছেড়ে বিদেশে পালাবেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের ফল বেরনোর আগেই মমতা ব্যানার্জি কালীঘাট ছেড়ে বিদেশে পালাবেন। বৃহস্পতিবার বেলায় কাঁচরাপাড়ার গান্ধি মোড়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত রামনবমীর পুজোয় অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। গান্ধি মোড় ছাড়াও কলেজ মোড় ও লিচুবাগানে রামনবমীর পুজোয় এদিন হাজির ছিলেন নোয়াপাড়া ও বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী যথাক্রমে অর্জুন সিং ও সুদীপ্ত দাস। নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির হাজার হাজার কোটি টাকা আমেরিকা, থাইল্যান্ড ও লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ভোটের ফল বেরনোর আগেই

মমতা ব্যানার্জি কালীঘাট ছেড়ে বিদেশে পালাবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, পুলিশ ছেড়ে অভিষেক ব্যানার্জি এক পা হেঁটে দেখাক। বাংলার জনতা ওকে পিটিয়ে মারবে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বুধবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, রাজ্যের আধিকারিকদের বদল করে বিজেপি ঘনিষ্ঠ অফিসারদের আনা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, গন্ডগোল থামাতে প্রতিক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে পাঠাতেন। যেহেতু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পীযূষ পান্ডেকে সরিয়ে ডিজি করা হয়েছে সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে সেহেতু সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এখন খারাপ হয়ে গেল। মমতা ব্যানার্জির আরও অভিযোগ, এসআইআরের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এনআরসি করে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। এপ্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলিমদের কেন এই দেশে রাখা হবে। তাঁর দাবি, সনাতনী যাঁরা পাকিস্তান, আফগানিস্তান কিংবা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন, তাঁদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপির তুরুপের তাস 'অভয়ার মা।' এই বিষয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, মেয়ের বিচার পাওয়ার জন্য অভয়ার মা প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর দাবি, নারী শক্তির প্রতীক হিসেবে লড়াই করবেন অভয়ার মা।

ভোট প্রচারের মাঝে অন্নপূর্ণা পুজোয় সামিল হলেন বালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

আরজি করে ফের লিফট আতঙ্ক, হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা ডিউটিতে থাকবে ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মৃত্যুর ছায়া কাটার আগেই ফের চাঞ্চল্য আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কয়েক দিনের ব্যবধানে দু'দফা লিফট বিকল হয়ে রোগী, পরিজন থেকে কর্মী সবাইকে ফেলল আতঙ্কে। বুধবার সকাল প্রায় ৭টা ৫২ মিনিটে ক্যাজুয়াল্টি ভবনে হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায় একটি লিফট। ভিতরে আটকে পড়েন এক রোগী ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য। এর আগেই গভীর রাতে আরেক ঘটনায় আটকে পড়েন খোদ এক লিফটচালক। দু'ক্ষেত্রেই শেষমেশ উদ্ধার হলেও প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। এক রোগীর আত্মীয়ের ক্ষোভ, লিফটে উঠলেই ভয় করছে। প্রতিদিন এমন হলে হাসপাতালে আসব কীভাবে? হাসপাতাল সূত্রের দাবি, যান্ত্রিক ত্রুটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে আর এমন না হয়। তবে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মৃত্যুর পরপরই এই ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। নিরাপত্তা ঘাটতি নিয়ে উঠছে একের পর এক প্রশ্ন।

এদিকে, লিফট বিভ্রাটে মৃত্যু ও আতঙ্কের মাঝে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই ডিউটিতে থাকতে হবে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের, যাতে মাঝরাতে লিফট বিকল হলেও দ্রুত মেরামত সম্ভব হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, লিফট পরিষেবায় কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। জরুরি পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, লিফটম্যান বা নিরাপত্তাকর্মী ছাড়া কোনও অবস্থাতেই লিফট চালানো যাবে না। জুনিয়র ডাক্তারদের ক্ষোভও উঠে আসে বৈঠকে। তাঁদের অভিযোগ, বারবার লিফট খারাপ হওয়ায় রোগীর পরিজনের ক্ষোভ চিকিৎসকদের উপরেই পড়ছে। বর্তমানে কর্মীর ঘাটতির কথাও স্বীকার করেছে হাসপাতাল। সেই কারণে সংখ্যা বাড়াতে নবান্নে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রিক্যুইজিশনের নামে ব্যক্তিগত গাড়ি সম্মতি ছাড়া নেওয়া যায় না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের মরশুমে হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে প্রশাসনের তরফে 'রিক্যুইজিশন' দেখিয়ে ব্যক্তিগত যানবাহন নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। ঠিক কী বলছে আইন, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের বিভিন্ন নির্দেশে। ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভোটের প্রয়োজনে গাড়ি নেওয়ার ক্ষমতা প্রশাসনের রয়েছে, কিন্তু তা অবশ্যই আলোচনার ভিত্তিতে করতে হবে। আইনের ভাষায়, মাঝরাস্তায় আচমকা রিক্যুইজিশন ধরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে নেওয়ার কোনও অনুমতি আদালত দেয়নি। এই ধরনের পদক্ষেপ 'ইনপারমিসিবল' বলেই স্পষ্ট করেছে হাইকোর্ট। অর্থাৎ, মালিকের সম্মতি ও পূর্ব আলোচনা ছাড়া জোর করে গাড়ি নেওয়া আইনসিদ্ধ নয়। এই প্রসঙ্গে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, যাঁরা এই দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই হয়তো আদালতের নির্দেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। আগে নিয়মগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝানো জরুরি। ফলে বাস্তবে যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, তার দায় প্রশাসনিক অজ্ঞতার দিকেই ইঙ্গিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কী করবেন?

যাদবপুরে রামনবমী ঘিরে উত্তেজনা, মুখোমুখি দুই পক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: রামনবমী উপলক্ষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বৃহস্পতিবার তৈরি হল টানটান পরিস্থিতি। একদিকে ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে পুজো ও শোভাযাত্রার আয়োজন, অন্যদিকে তার প্রতিবাদে সরব আর একাংশ পড়ুয়া; এই দ্বিমুখী অবস্থানেই উত্তেজনার পারদ চড়ে যায়।

পুজোর বিরোধিতায় নামা এক ছাত্রের কথায়, শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় কার্যকলাপ নিয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে। বিশেষ করে এমন কোনও আয়োজন, যা বিভাজনের আবহ তৈরি করতে পারে, তার বিরোধিতা করবই। প্রতিবাদী শিবিরের দাবি, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের আশঙ্কা থেকেই তাদের এই অবস্থান। অন্যদিকে, আয়োজক পক্ষ পাল্টা সুরে জানায়, রামের পুজো কোনওভাবেই বন্ধ করা যাবে না। এটা আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অংশ।

ভোটের স্বার্থে অফিসার বদলাতে পারবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় হস্তক্ষেপের ক্ষমতা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের; এমনই স্পষ্ট বার্তা উঠল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী এই অবস্থান তুলে ধরেন। আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী বলেন, নির্বাচন শুরু থেকে ফলপ্রকাশ পর্যন্ত কমিশনের হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হলে যে কোনও স্তরের আধিকারিককে সরানোর অধিকার কমিশনের রয়েছে। তাঁর যুক্তি, সংবিধান প্রণেতারাও এই ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাতে ভোট প্রক্রিয়া প্রভাবমুক্ত থাকে। অন্যদিকে, মামলাকারীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আপত্তি তুলে বলেন, ক্ষমতা অসীম হতে পারে, কিন্তু তা সীমাহীন নয়। সব আধিকারিক সরিয়ে দিলে প্রশাসনিক কাজ চলবে কীভাবে?

উত্তর দমদমে জনসংযোগে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিরাটি: জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর দমদম পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নিমতা পাঠানপুর মাছ বাজারে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন দমদম উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। বাজারে ঢুকেই হাসিমুখে হাত জোড় করে ভোটারদের সমর্থন চান তিনি। এমবি রোড ধরে প্রচারের সময় ছোট ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ; সকলের মধ্যেই উৎসাহ দেখা যায়। কেউ ফুল ছড়িয়ে, কেউ মালা পরিয়ে প্রার্থীকে স্বাগত জানান। বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন চন্দ্রিমা। প্রচার শেষে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, মাছে-ভাতে বাঙালি আবার বাংলাকেই জেতাবে। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে 'লদীর ভাণ্ডার'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজ্য উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলেছে।

কমিশনের নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষককে আক্রমণ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতি ফের উত্তপ্ত। নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত কয়েকজন পুলিশ পর্যবেক্ষককে ঘিরে সরাসরি আক্রমণে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের দাবি, একাধিক পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে অতীতে গুরুতর অনিয়ম ও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, তবু তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। দলের সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, যাঁদের পাঠানো হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই অভিযুক্ত। নিজেদের জীবনে নানা দুর্নীতি করেছেন। বিজেপি তাঁদের রক্ষা করেছে বলেই আজ এখানে দায়িত্ব পাচ্ছেন।

'চল রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন, আর কমিশন দিল ভোট-বাদ্য'

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কলকাতার সকাল একসময় শুরু হত ট্রামের ধাতব শব্দে। বিকেল গড়িয়ে যেত তার ধীর ছন্দে, আর সন্ধে নামত জানালার কাচে লেগে থাকা শহরের আলোয়। আজ সেই গতি নেই, সেই শব্দও প্রায় হারিয়ে গেছে। তবু শহরের ভেতরে কোথাও একটি সময় থেমে আছে; ট্রামের শরীরে, তার স্মৃতিতে।

ট্রাম ছিল না শুধু যান, ছিল জীবনযাপনের অংশ। ছোটবেলায় বাবার পাশে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকানো, হাতে ঠোঙাভরা ঝালমুড়ি, গড়ের মাঠ পেরোনোর সময় নরম হাওয়া; এসব মুহূর্তই জমে উঠেছিল ব্যক্তিগত ইতিহাসে। আবার কলেজের দিনে, পাশাপাশি বসে থাকা দু'জন, অল্প কথার ফাঁকে তৈরি হওয়া সম্পর্ক; ট্রাম নিঃশব্দে সেইসব গল্পের সাক্ষী থেকেছে।

সময়ের সঙ্গে শহর বদলেছে। ট্রাম সরে

গেছে প্রান্তে, রুট কমেছে, গতি হারিয়েছে। কিন্তু স্মৃতি হারায়নি। সেই স্মৃতিকেই নতুন করে ছুঁতে বৃহস্পতিবার উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে মানুষকে সচেতন করতে 'SVEEP' কর্মসূচির আওতায় উত্তর কলকাতায় চালানো হল বিশেষ ট্রাম যাত্রা।

এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপো থেকে সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগে ট্রামের ভিতরে লোকগানের আয়োজন করা হয়, সঙ্গে ছিল সরাসরি বার্তা, ভোটদানের গুরুত্ব নিয়ে। এক আধিকারিকের কথায়, মানুষের মনে পৌঁছতে গেলে অনুভূতিকে ছুঁতে হয়। ট্রাম সেই জায়গাটাই তৈরি করে।

এক যাত্রী বললেন, ট্রামে উঠেই মনে হল, যেন ছোটবেলায় ফিরে গেছি। এইভাবে ভোটের কথা বললে তা মনে থাকে। এক প্রবীণের কথায়, আমাদের জীবনের সঙ্গে ট্রাম জড়িয়ে। আজ সেই ট্রামেই ভোটের বার্তা শুনে ভালো লাগল। পুরনো সুরে নতুন বার্তার এই মেলবন্ধনেই লুকিয়ে রইল উদ্যোগের সাফল্য। বহুদিন পর শহর আবার শুনল ট্রামের ঘণ্টা; তবে এবার তা শুধু অতীতকে ডেকে আনেনি, মানুষের মনে আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বলে গেল, নিজের অধিকারটুকু ভুলে যেও না।

ব্রহ্মচারী রীতেন ভাই

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সভাপতি কাম ম্যানেজিং ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী রীতেন ভাই গত ২৪. ০৩. ২০২৬ তারিখ সকাল ৭:৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ লোকে গমন করেছেন।
এই উপলক্ষে আগামী ০৩. ০৪. ২০২৬ তারিখ শুক্রবার আদ্যাপীঠে বিশেষ পূজা, হোম ও নরনারায়ণ সেবা এবং আগামী ০৮. ০৪. ২০২৬ তারিখ বুধবার ওনার দিব্যধামগত আত্মার স্মরণে সাধু ভান্ডারার আয়োজন করা হয়েছে।
নিবেদক:
ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি।
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ।
৫০, ডি ডি মন্ডল ঘাট রোড, কলকাতা -৭০০০৭৬

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের উদাসীনতায় নয়া জল্পনা ছড়াল রেণুকা চৌধুরীর মন্তব্য

বাংলা জুড়ে ছাব্বিশের ভোটের উত্তাপ তুঙ্গে। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। সব দলের প্রার্থী ঘোষণার পর্ব কার্যত শেষ। সেখানে দাঁড়িয়ে মূর্তিমান ব্যতিক্রম একটিই দল, আর তা হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। আজ ২৭ মার্চ। প্রথম দফা ভোটের আগে প্রচারের জন্য মেরে কেটে হাতে আর মাত্র ২৬ দিন। কিন্তু প্রচার তো অনেক দূর, এখনও একটি আসনের প্রার্থীর নামও চূড়ান্ত করতেও পারল না তাঁরা। এরাই নাকি আবার ২৯৪টা আসনেই প্রার্থী দেবে! অথচ ভোটমুখী বাকি রাজ্যগুলিতে কিন্তু কংগ্রেসের বেশিরভাগ আসনেই প্রার্থীর নাম জানিয়ে দিয়েছে। তাহলে কেন বাংলায় নয়? এই নিয়ে হতাশ প্রদেশ কংগ্রেস। হতাশ কর্মীরাও। কিন্তু হাইকমান্ডের সামনে কিছু বলার সাহস নেই। কবে প্রার্থী তালিকা ঘোষিত হবে, কবে প্রচার হবে, কেউ জানে না। এভাবেই চলছে কংগ্রেস। কর্মীরা হতাশ হলেও তাঁদোর কিছু যায় আসে না। কর্মীদের প্রশ্ন, কেন এত দেরি, কোথায় সমস্যা? উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। এই পরিস্থিতিতে দলের নিচু তলা থেকে উঠে আসছে অন্য তত্ত্ব। এটা কি ইন্ডিয়া জোটের শরিক তৃণমূলের সঙ্গে কোনও গোপন বোঝাপড়া? কোনও সেটিং? যা উড়িয়ে পুরোপুরি সম্ভবও নয়। কারণ, এই রাজ্যে কংগ্রেস ভেঙেই তৃনমূলের জন্ম। গত কয়েক বছরে তৃণমূল যত না বিজেপি বা অন্য দল ভাঙিয়েছে, তার অনেক বেশি ভাঙিয়েছে কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের টিকিটে জেতা বিধায়ক দল বদলে তৃণমূলে, এমন উদাহরণও কম নয়। দু'দলই আবার ইন্ডিয়া জোটের শরিক। তাই প্রদেশ কংগ্রেস যতই তৃণমূল বিরোধিতা করুক না কেন। হাইকমান্ড কিন্তু তৃণমূল সম্পর্কে নরম। তৃণমূলনেত্রীও প্রচারে সব দলকে আক্রমণ করলেও কিছুটা নীরব কংগ্রেস নিয়ে। এটা কি কোনও গোপন বোঝাপড়ার ফল ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে? প্রশ্নটা কিন্তু উঠছে। জল্পনাটা আরও বাড়ছে কংগ্রেস নেতৃত্বের উদাসীনতায়। এরই মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসনেত্রী তথা সাংসদ রেনুকা চৌধূরী। তিনি প্রকাশ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় কামনা করে ফেলেছেন! এটা কি ইচ্ছাকৃত, না মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

বাংলার অস্মিতা: চালুনি কহে ছিদ্র সূচে !

সুবীর পাল

ভোট এলো। দোর খোলো। জোড় হাতে নেতা এলো। তৃণ বলে বাংলা গেল।

কি? বুঝলেন না বুঝি? আরে বাবা, শিক্ষার অন্ধকারে চাকরির বিপাকে স্বাস্থ্যের ধর্ষণে এই রাজ্যে তো এখন একটাই মুখরিত স্লোগান, 'বাংলার অস্মিতার গর্জন। মোদী শাহকে বর্জন।'

দুটি মাত্র শব্দ। একটি ছোট্ট বাক্য। নিখাদ বাংলা ভাষার। তবে অর্থগত এর প্রসারতা কিন্তু সীমাহীন অতি বৃহত্তর। যেমন সহজেই বলা যায়, এতো বাঙালি জাতির অস্মিতা। আবার এও মানে বহণ করে, আরে এ যে বাংলা ভাষার অস্মিতা। কেউ কেউ ভাবতেই পারেন, এটা আদতে বাংলার ভৌগলিক অস্মিতা। কারও কারও মতে, বং বা বাঙালির চিরাচরিত সংস্কৃতি, শিক্ষা, পরম্পরা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, বর্তমান সহ রাজনীতি প্রভৃতি হলো অন্যতম বাংলার অস্মিতা।

শেষের শব্দটা কি যেন শুনলাম? রাজনীতি? হ্যাঁ হ্যাঁ রাজনীতি। বঙ্গজ নিজস্ব রাজনীতিও তাই অবশ্যই বাংলার অস্মিতার এক জাজ্বল্যমান দাবিদার। দাঁড়ান দাঁড়ান, অধুনা বঙ্গীয় রাজনীতিও আবার বাংলার অস্মিতার তকমা বাহক, এটা একটু হজম করতে দিন সবার আগে।

বাংলা অস্মিতা বলতে মোটামুটি ভাবে আমরা বুঝি স্বাধীনোত্তর বৃহত্তর বাংলার ভূমির কোলে আশ্রিত যা কিছু আঙ্গিকগত গৌরবের। ভারতের স্বাধীনতার একেবারে প্রাক্ মুহূর্তে সেই বাংলা একদা হোল দ্বিখণ্ডিত। এক বসুধার নাম পূর্ব পাকিস্তান বা সোনার বাংলা। অন্য চরাচর যে পশ্চিমবঙ্গ বা রূপোলি বাংলা হিসেবে পরিচিত। দুই বাংলা হয়ে উঠেছিল দুই রাষ্ট্রের দুটি ভূদেহ। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ নামে। জয় বাংলার নিজস্ব স্লোগানে বিপ্লবে।

এতো গেল সামগ্রিক বাংলার অস্মিতার এক ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত তথ্য। আচ্ছা অস্মিতা বলতে কি বোঝায় অভিধানের দৃষ্টিকোণে? এই অস্মিতা শব্দটি প্রধানতঃ উঠে এসেছে সংস্কৃত ভাষার গর্ভ থেকে। সংস্কৃততে অস্মি বলতে বোঝায় আমিত্ব। সুতরাং আজকে যে অস্মিতা শব্দটি আচমকা বহুল প্রচারের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে এই রাজ্যে, তা হলো আসলে রূপোলি বাংলার সামগ্রিক নিজস্বতার একচ্ছত্র স্বভিমানেরই এক সার্বিক দাবিদার। অনেকটা আত্মসম্মান বা আত্মঅহংকার বা আত্মমর্যাদার অনুভূতিও প্রকাশ পায় অস্মিতা উচ্চারণে।

এতো গেল অভিধানের খাঁটি তত্ত্ব কতকথা। এরপর উপরিউক্ত আলোচনাতেই ফের ফিরে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গ এখন ছাব্বিশের বিধানসভা নিয়ে রীতিমতো সরগরম। শাসকের পনেরো বছর পর্যালোচনায় তুমুল ব্যস্ত রাজ্যবাসী। এমতাবস্থায় সরকার বিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনার কাউন্টার করতে হিমসিম খাওয়া শাসক তৃণমূল বঙ্গীয় আবেগের উনুনে সুরসুরির আঁচ জ্বালাময়ী করতে ঝুলি থেকে পরিকল্পিত ভাবে বের করে এনেছে বাংলার অস্মিত নামক এক ঠুনকো ইস্যুকে। এরসঙ্গে শীতঘুম ভেঙ্গে প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একাংশ বুদ্ধিজীবী তথা ব কলমের তৃণজীবীরা। তাঁদের কণ্ঠে তৃণ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের তোয়াজি প্রতিধ্বনি শুধু শোনা যায় বাংলার অস্মিতা সম্পর্কে। কিন্তু স্বব্যক্তিত্বের দীপ্ত স্বরে, এই রাজ্যের অন্তরে সফররত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি অপমান সম্পর্কে আবার একটা বাক্যও তাঁরা ব্যয় করতে নারাজ। শাসক স্পন্সর এমন একপেশে বাংলার অস্মিতার প্রতিষ্ঠা দেখে অবশেষে পুকুরের ব্যাঙও হোহোহো করে হাসতে শুরু করেছে।

বিগত মাস দশেক ধরে এই বঙ্গে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনেকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই বাংলার অস্মিতাকে ইস্যু বানিয়ে স্থানীয় ভোটারদের মনে গেঁথে দিতে শুরু করেছে অনেকটা আচমকাই। ভিন রাজ্যে কর্মরত কোনও শ্রমিক সেখানে আক্রান্ত হলে এই রাজ্যে শাসকের চিল চিৎকার আরম্ভ হয়ে যায় বাংলা অস্মিতার উপর আঘাত আনা হয়েছে বলে। কিন্তু তাঁরা অদ্ভুত রূপে উহ্য থেকে যান, কেন এরাজ্যের শ্রমিকেরা নিজভূমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ না পেয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাতে বাধ্য হোন, সেই প্রসঙ্গে।

শুধুই কি তাই? সাম্প্রতিক কালে সারা বাংলা জুড়ে অবাধে চলেছে শাসকের তোলাবাজি। সঙ্গে জাঁকিয়ে বসেছে চাকরি চুরি, চাল চুরি, রেশন চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি, পাথর চুরি, গরু চুরি, অভয়ার মতো মেয়েদের অবাধে ইজ্জত চুরির মতো নানা অসামাজিক কাজ। এ হেন গণহারের নৈরাজ্যে আজ সারা বিশ্বের কাছে বাংলার সুনাম আক্ষরিক অর্থেই ভুলণ্ঠিত। কলকাতা উচ্চ আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তো এখন প্রায় দিনই রাজ্য সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে জবরদস্ত তুলোধুনা করে চলেছে অনেকটা নিয়ম করে। এমনকি দেশের বিভিন্ন জনসমীক্ষা থেকে এও জানা গিয়েছে, এই তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের মধ্যে সবচাইতে ন্যক্কারজনক ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসক। যিনি স্রেফ নেতিবাচক রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশের রাজধানীর রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজের পরণের শাড়িকেও প্রচারের নিলামে পন্য হিসেবে তুলে ধরে ছিলেন বলে অনেকের অভিযোগ।

যদিও এইসব জলন্ত ঘৃণিত অভিযোগ সম্পর্কে বরাবরই মৌনব্রত পালন করে এসেছে ঘাসফুল বাহিনী। তোতাপাখিকে শেখানো বুলির মতো ওই দলের মোটামুটি একই রকমের অফিসিয়াল বিবৃতি, 'বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ এই রাজ্যের প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ করছে। বাংলা অস্মিতাকে নিয়ে খেলতে দেব না আমরা। জয় বাংলা।'

ঠিকই শুনেছেন। জয় বাংলা। সীমান্ত ওপারের মুজিবর রহমানের বাংলাদেশে জয় বাংলা হলো তাদের স্বদেশিকতার আপনতর উচ্চারণ। এটা এই বাংলায় তৃণমূলের সাম্প্রতিক আমদানি। সোনার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা এ রাজ্যের দুধেল গাইয়ের সন্তুষ্টিকরণের কারণে এমন আমদানি বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। এখানে তো আবার অধুনা বাংলা অস্মিতার মহীয়সী ধারক প্রচার করে থাকেন, কবি নজরুল মহাভারত রচনা করেছিলেন।

এমনতর বাংলা অস্মিতার উদ্ভট প্রণয়ন দেখে বিরোধী শিবিরের পদ্মসাধকেরা আবার বলে থাকেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মানসিক অবসাদে ভুগছেন গদিচ্যুত হবার ভয়ে। সারা রাজ্যকে উনি ভাবেন এটা তার পারিবারিক নর্দমা। যা খুশি অপকর্ম উনি করে চলেছেন। বাংলার অস্মিতা নিয়ে আসলে উনি ভাঁট বকে চলেছেন। একেক সময় মনে হয় জালি ডক্টরেট ম্যাডাম আদৌ জানেন তো, বাংলা অস্মিতার পবিত্র অর্থটা আসলে কি? য

আসলে গোদা বাংলায় একটা কথা আছে না, 'চালুনি কহে ছিদ্র সূচে।' সৌজন্যে বাংলার অস্মিতা। ব্যবহৃত ময়দান, ভোট কোর্ট। বঙ্গবাসীর তাই অবশ্যই বিবেচ্য সারাংশ, এই ইস্যু অন্ধকার রাত্রি যাপনের নাকি নতুন প্রভাতে শুভেচ্ছান্তের ইশারায়। আর নির্ণায়ক মাধ্যম, সেকি আর বলার অপেক্ষা রাখে, এসো সবাই মিলিমিশি ভেবেচিন্তে ইভিএম টিপি।

প্রাচুর্যের অভিশাপ: বিপন্ন কৃষি ও নিরুদ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ

সুদীপ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামবাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আজ যে দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়, তা কোনো বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক কৃষিসংকটের চিত্র নয়। এটি মূলত অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় রূপরেখার এক জটিল ঘূর্ণাবর্ত, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের রূঢ়তার মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হয়েছে। একদিকে উন্নয়নের গালভরা বুলি; অন্যদিকে রুক্ষ জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষকের চরম অসহায়তা;যাকে নিছক পরিসংখ্যান দিয়ে মাপা অসম্ভব। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে আলুচাষকে কেন্দ্র করে যে হাহাকার তৈরি হয়েছে, তা আসলে এই গভীরতর কাঠামোগত ব্যাধির একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। কৃষি-অর্থনীতির মৌলিক পাঠ হলো, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে তা কৃষকের সমৃদ্ধি ডেকে আনবে। কিন্তু বাংলার প্রান্তিক কৃষকের কাছে বাম্পার ফলন বা মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন আজ এক ভয়াবহ অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। চলতি মরসুমে রাজ্যে আলুর উৎপাদন প্রায় একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংখ্যাটি কৃষির অভাবনীয় সাফল্যের আখ্যান মনে হলেও, এর অভ্যন্তরে নিহিত রয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাহীনতার এক নির্মম বাস্তব। রাজ্যের নিজস্ব বার্ষিক চাহিদা যেখানে মাত্র ষাট থেকে পঁয়ষট্টি লক্ষ টন, সেখানে প্রায় সত্তর থেকে পঁচাশি লক্ষ টনের এই বিপুল উদ্বৃত্ত সামলানোর মতো কোনো সুসংগঠিত বাজার, বিকেন্দ্রীভূত সংরক্ষণ পরিকাঠামো বা সুনির্দিষ্ট রপ্তানিনীতি রাজ্যের হাতে নেই।

অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বাজার-চক্রের ফাঁদ বা মাকড়সার জালের তত্ত্ব বলা যায়, বাস্তবের মাটিতে তা কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড চিরতরে ভেঙে দেওয়ার নামান্তর। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, যখন বাজারে আলুর দাম বাড়ে, তখন সেই লাভের আশায় পরের বছর বহু কৃষক অন্য ফসল ছেড়ে কেবল আলু চাষের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। এর ফলে তৈরি হয় এক অস্বাভাবিক জোগান, যা চাহিদাকে বহুগুণ ছাপিয়ে যায়। এই বছর ঠিক সেই ঘটনাটিই ঘটেছে। বিঘাপ্রতি পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা লগ্নির পর কৃষক যখন মাত্র তিন বা চার টাকা কেজি দরে ফসল বেচতে বাধ্য হন, তখন তা আর তাত্ত্বিক সমস্যা থাকে না, তা পরিণত হয় জীবন-মরণের প্রশ্নে। অন্য রাজ্য থেকে আনা মহার্ঘ বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচের জন্য ব্যবহৃত ডিজেলে এবং খেতমজুরের মজুরি; সব মিলিয়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ যে হারে বেড়েছে, ফসলের দাম সেই অনুপাতে বাড়া তো দূরের কথা, বরং তলানিতে এসে ঠেকেছে। ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষক ফসল তোলার পর যখন হিসাবের খাতা নিয়ে বসেন, তখন দেখেন তাঁর নিজের শ্রমের কোনো মূল্যই অবশিষ্ট নেই, বরং মাথার ওপর চেপে বসেছে মহাজনের বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলির ঋণের বিপুল বোঝা।

বর্তমান কৃষিব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো বাজার-শৃঙ্খলের দুই প্রান্তের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা। উৎপাদক যে মূল্যে ফসল বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, চূড়ান্ত উপভোক্তা শহরের বাজারে সেই একই ফসল কিনছেন চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি দামে। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কেবল পরিবহন বা সংরক্ষণের স্বাভাবিক খরচের হিসাব দিয়ে মেলানো যায় না। এটি একটি চরম বিকৃত বাজার কাঠামোর অবিসংবাদিত ফসল, যেখানে মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়েরা মুনাফার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। একজন কৃষক যখন ভোরের আলো ফোটার আগে মাঠে গিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন, তখন তিনি জানেন না তাঁর ফসলের দাম কত হবে। ফসলের দাম নির্ধারণ করে ফড়েদের সিন্ডিকেট এবং বড় ব্যবসায়ীরা। এই ব্যবস্থায় কৃষক কেবল একজন অসহায় উৎপাদক, বাজারমূল্য নির্ধারণে যাঁর বিন্দুমাত্র অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ নেই। শহরের মানুষ যখন পনেরো বা কুড়ি টাকা কেজি দরে আলু কিনে মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ করেন, তখন তাঁরা জানতেও পারেন না যে এই টাকার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই পৌঁছায় আসল অন্নদাতার হাতে। মাঝখানের এই বিপুল উদ্বৃত্ত মূল্য শুষে নেয় এক অদৃশ্য দালাল চক্র।

এই কাঠামোগত শোষণের সমান্তরালেই প্রকট হয়ে ওঠে পরিকাঠামোগত শূন্যতা। রাজ্যে প্রায় পাঁচশো আশির কাছাকাছি হিমঘর থাকলেও, তাদের সত্তর থেকে আশি লক্ষ টনের সম্মিলিত ধারণক্ষমতা বিপুল উৎপাদনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে কৃষকের সামনে কেবল দুটি বিকল্প অবশিষ্ট থাকে;হয় জলের দরে ফসল বিক্রি করে দেওয়া, নতুবা খেতেই তা পচতে দেওয়া। এই সংরক্ষণাগারগুলির নিয়ন্ত্রণও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ কৃষকের হাতে থাকে না। মজুত করার জন্য যে আগাম ছাড়পত্র বা বন্ড প্রয়োজন হয়, তা অনেক আগেই কিনে নেন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা। ফলে প্রান্তিক চাষি ভাড়ায় চালিত ট্রাক্টর বা গরুর গাড়িতে করে আলু নিয়ে হিমঘরের সামনে দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও জায়গা পান না। শেষমেশ রোদ-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ার আতঙ্কে সেই ফড়েদের কাছেই অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হন তাঁরা। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির বুকে এক সুপরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক লুণ্ঠন।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ভ্রুকুটি। মার্চ মাসের অকাল বৃষ্টি ও চরম আবহাওয়ার কারণে কৃষিকাজ আজ এক চরম অনিশ্চিত জুয়ায় পরিণত হয়েছে। যে ফসল ওঠার কথা ছিল ফাল্গুনের শেষে, চৈত্রের অকাল বর্ষণে তা আজ জলের তলায়। বিঘার পর বিঘা জমির আলু খেতেই পচে নষ্ট হচ্ছে। কৃষক পাম্প লাগিয়ে জল সেঁচে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও প্রকৃতির রুদ্ররোষের কাছে তিনি বড়ই অসহায়। এই বহুমুখী সংকটের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান না হলেও, তা নীরবে সমাজের গভীরে শিকড় বিস্তার করছে এবং গ্রামীণ জনমিতিকে আমূল বদলে দিচ্ছে। একের পর এক লোকসান এবং ঋণের চাপে পড়ে বহু কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু এই মৃত্যুগুলি খাতায়-কলমে কেবলই কিছু সংখ্যা হয়ে থেকে যায়। রাষ্ট্র বা সমাজ, কেউই এই নীরব মহামারীর দায় নিতে চায় না।

রাজ্যে যখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তখন আধুনিকীকরণ ও সমবায়ভিত্তিক কৃষি একটি শক্তিশালী বিকল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হতে পারত। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় অভিজ্ঞতা যুবসমাজের সামনে সেই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। যে তরুণ দেখছেন তাঁর পিতা বা পিতামহ হাড়ভাঙা খাটুনির পরও ঋণের দায়ে জর্জরিত এবং বাজারের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল, তিনি স্বভাবতই কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চাইছেন না। নিজের উর্বর জমি ফেলে রেখে দলে দলে গ্রামীণ যুবক পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে, নির্মাণ শ্রমিকের বা পরিযায়ী শ্রমিকের এক অনিশ্চিত ও মর্যাদাহীন জীবন বেছে নিচ্ছেন। কৃষি থেকে নতুন প্রজন্মের এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। মনে রাখা প্রয়োজন, কৃষি কেবল একটি জীবিকা নয়, এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত একটি ব্যবহারিক জ্ঞানব্যবস্থা; মাটির চরিত্র, ঋতুর বৈচিত্র্য, বীজের প্রকৃতি এবং জলের গতিবিধির এক নিবিড় বোঝাপড়া। শিক্ষিত যুবসমাজ এই ক্ষেত্র থেকে সরে গেলে সেই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান চিরতরে হারিয়ে যাবে। এর ফলে এক ভয়াবহ দ্বিমুখী সংকট তৈরি হচ্ছে;বর্তমান কৃষকরা অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছেন, এবং ভবিষ্যতে এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য কোনো নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে না।

এই সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উন্নত দেশগুলিতে কৃষিকে জাতীয় অর্থনীতির কৌশলগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেখানে সরাসরি ভর্তুকি, মূল্যহ্রাসের ঝুঁকি মোকাবিলার সুরক্ষা বলয় এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের জন্য একটি নিরাপদ বলয় তৈরি করা হয়, যাতে আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ বাজারের পতনে কৃষক একা হয়ে না পড়েন। কিন্তু আমাদের বাস্তবতায় কৃষি ক্রমশ এক অনাথ ও অবহেলিত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ঘোষণা কেবল সরকারি নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তবে তার প্রয়োগ প্রায় দেখাই যায় না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতাপূর্ণ দুর্বল সরকারি ক্রয়কেন্দ্র বা কিষান মান্ডিগুলি সাধারণ কৃষকের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। অন্যদিকে, আলু বা অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য থেকে চিপস, স্টার্চ বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী তৈরির মতো কোনো উন্নত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এই রাজ্যে সেভাবে গড়ে ওঠেনি, যা বিপুল উদ্বৃত্ত ফসলকে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারত।

গণতন্ত্র কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তরের ভোটদান প্রক্রিয়া নয়; এটি রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক সামাজিক চুক্তির উপর দণ্ডায়মান। রাষ্ট্র যদি তার অন্নদাতার ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারে, তবে সামষ্টিক উন্নয়নের যাবতীয় আখ্যান এক নিছক বিভ্রমে পরিণত হয়। কৃষকের উন্নতি ছাড়া কোনো দেশের প্রকৃত শিল্পায়ন বা নগরায়ণ সম্ভব নয়, কারণ কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরেই নির্ভর করে সামগ্রিক অর্থনীতির চাকা। বাংলার ধূসর প্রান্তর আজ কেবল বর্তমানের সংকট নয়, ভবিষ্যতের এক অমোঘ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে। যদি কৃষক টিকে না থাকেন, এবং নতুন প্রজন্ম এই পেশায় না আসে, তবে তকৃষক যাবে কোথায়দ;এই প্রশ্নের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে আরেকটি অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন আমাদের সামগ্রিক খাদ্যনিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ তলিয়ে যাবে কোন অতল গহ্বরে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কেবল সহানুভূতি যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং কৃষিমুখী একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার।

শব্দছক ১১২

রবি দাস

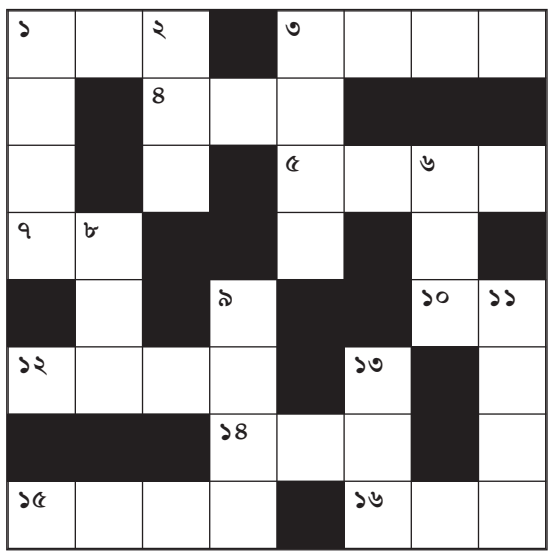

পাশাপাশি: ১. প্রভু ৩. খারাপ কাজ ৪. দাঁত ৫. চাঁদ ৭. তোষক ১০. একশো হাজার যে রাশি ১২. সম্পূর্ন চুল ঝরে যাওয়া মাথা ১৪. শুভ্র ১৫. অনেকে মিলে খোশগল্প করা ১৬. সমাধি

ওপর-নিচ: ১. একাগ্রতা ২. যিনি বর দান করেন ৩. খাওয়ায় উপোস দিয়ে প্রতিবাদী ধর্না ৬. খাটুনীর ভারে অবসন্নতা ৮. প্রদীপ ৯. শীরঃপীড়া ১১. যা ক্ষতি করে ১৩. ধূর্ত

সমাধান ১১১ — পাশাপাশি: ১. অলিখিত ৪. আটক ৬. বঙ্গ ৭. রিকেট ৯. আকাশপাতাল ১১. রকম ১৪. অকাল ১৬. অন্ধকারাছন্ন ১৯. গুমর ২০. বিশ্ব ২১. সহজে ২২. রাজ্যভার

ওপর-নিচ : ১. অবসর ২. লিঙ্গ ৩.তরিকা ৪. আটপা ৫. কজ্জল ৮. কেশব ৯. আম ১০. তালিকা ১২. কবন্ধ ১৩. আরাম ১৪. অন্ন ১৫. লঙ্কেশ্বর ১৬. অভ্যাস ১৭. কাগুজে ১৮. ছররা ২০. বিভা

আজকের দিন

- **১৯৬৪** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় ৯.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে।
- **১৯৭৭** — স্পেনের তেনেরিফে কুয়াশাচ্ছন্ন রানওয়েতে দুটি বোয়িং ৭৪৭ বিমানের সংঘর্ষে ৫৮৩ জন নিহত হন।
- **২০১৯** — ভারত সফলভাবে একটি অ্যান্টি-স্যাটেলাইট (ASAT) ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় এবং মহাকাশ শক্তিতে পরিণত হয়।

জন্মদিন

- **১৯৩৬** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বানোয়ারিলাল জোশীর জন্মদিন।*
- **১৯৪১** *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অস্কার ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
- **১৯৮১** *বিশিষ্ট বক্সিং খেলোয়াড় অখিল কুমারের জন্মদিন।*

অস্কার ফার্নান্ডেজ

চর্চাবাসর ১১১

বাংলা শব্দ 'অস্মিতা' (অস্মিতা)-র মূল সংস্কৃত, যা 'অস্মিতা'শব্দ থেকে উদ্ভূত , যার অর্থ 'আমি-ভাব', পরিচয়, আত্মসম্মান বা অহং। দার্শনিক প্রেক্ষাপটে, এটি 'অস্মি' ('আমি আছি') থেকে উদ্ভূত এবং মন বা শরীরের সাথে আত্মার একাত্মতাকে বোঝায়, যা প্রায়শই আত্মম্ভরিতা বা গর্বকে নির্দেশ করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিউড়ি শালবনিতে পুরুষোত্তম রামকে প্রণাম বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের।

রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা সিউড়ি গুড়ি পুকুরপাড়ে।

সিউড়ির রাস্তায় খুদে রামভক্ত।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুর চান্ডিল গ্রামের চক্রবর্তী বাড়ির ২৫০ বছরের পুজো।

বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী নাকি ভুয়ো চিকিৎসক!

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল রিপোর্টে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থীর নিয়ে কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস। তিনি নাকি আদৌ চিকিৎসক নন। এমনই রিপোর্ট দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে।

বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি ছিলেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে ৫ বছর কাজ করেছিলেন। চিকিৎসক বিধায়কের সাফল্য দেখে বিজেপিও এবার বসিরহাট দক্ষিণে এক চিকিৎসককে প্রার্থী করবে বলে মনোনীত করে। পরবর্তীতে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে টিকিট পান বসিরহাট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দা ডাঃ সৌর্য্য ব্যানার্জি। কিন্তু তিনি আদৌও চিকিৎসক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। তারপরেই বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সৌর্য্য ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বসিরহাট আদালতের এক আইনজীবী ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলে আরটিআই করেন। ওই আইনজীবীর অভিযোগ ছিল যে, সৌর্য্য ব্যানার্জি আদৌ ডাক্তার নন। সেই আরটিআই-এর প্রেক্ষিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল ২৫ মার্চ চিঠিতে জানিয়েছেন ওই নামে কোনও চিকিৎসক নেই। বিষয়টি জানাজানি হতেই মুখে কুলুপ এটেঁছেন বসিরহাট বিজেপি নেতারা। বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। মেডিক্যাল কাউন্সিলের কোনও রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এভাবে ডাক্তার লেখাটা আইনত অপরাধ। উনি যদি সেটা করে থাকেন, তার সঠিক তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে কাউন্সিল।'

করিধ্যায় রামনবমীর শোভাযাত্রা।

'বিবেচনাধীন' তালিকায় নাম উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্যর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়া আসনে তৃণমূল কংগ্রেস এবার প্রার্থী করেছে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এখনও 'আন্ডার অ্যাডুজিকেশন' বা 'বিবেচনাধীন' উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে চিন্তিত তিনি। তবে এখন লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে আসতে নারাজ শীর্ষণ্য।

সোমবার রাতে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায় 'বিবেচনাধীন' তালিকায় নাম রয়েছে তাঁর। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য এখনও হাতে সময় আছে। তবে তাও চিন্তা পিছু ছাড়ছে না তাঁর। এর আগে বাবার হয়ে প্রচারে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে এবারই প্রথমবারের জন্য প্রার্থী হয়েছেন তিনি। শীর্ষণ্য বলেন, 'আমার নাম এখন আন্ডার অ্যাজুডিকেশনে রয়েছে। বাংলার হাজার হাজার মানুষের মতো তাই খুব সাধারণ একটা চিন্তা রয়েই যাচ্ছে। এখনও নমিনেশনের দেরি আছে। তাই আশা করা যায় তার মধ্যে নাম চলে আসবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে এই যে মানসিক অত্যাচার করছে সেটা অমানুষিক।' তাঁর দাবি, 'বিজেপির চক্রান্তেই অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এখনও ঝুলে রয়েছে অনেকের নাম। এরকম চলতে থাকলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে বা আদালতে যেতে হবে।' যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা নামগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১০

দেগঙ্গায় তৃণমূলের 'প্রেস্টিজ' মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: ভোট ময়দানে যে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ তা বৃহস্পতিবারের মিছিল প্রমাণ করে দিল। মিছিল থেকে আওয়াজ উঠলো লক্ষ্মী ভান্ডার, কণ্যাশ্রী, রূপোশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকবন্ধু-সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্প। যদি মিথ্যা না হয় তবে রাজ্যে চতুর্থ বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবান্নে যাওয়াটাও মিথ্যা নয়। এদিন সোহাই শ্বেতপুর পঞ্চায়েতের বিশাল মিছিল হয়। এবং সোহাই বাজারে পথা সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, জেলা মহিলা সভানেত্রী মিনু দাস চক্রবর্তী, জেলা যুব সভাপতি লিঙ্কন মল্লিক, মহম্মদ আসাদ উদ জামান, ঈছা হক সরদার-সহ অন্যান্যর। এদিন মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি দেগঙ্গায় প্রার্থী হতে না পারায় দল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগদান করে দেগঙ্গার প্রার্থী হয়েছেন মফিদুল হক শাহাজী ওরফে মিন্টু শাহাজী। তিনি আইএসএফ যোগদান করেই তৃণমূল সম্পর্কে কুকথা বলতে শুরু করায় এদিন মিছিল থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকেরা। দেগঙ্গার প্রার্থী বিদেশ বলেন, 'তৃণমূল কর্মীরা আমার মতো প্রার্থী বা গদ্দারদের দেখে দল করে না। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে তৃণমূল করেন। আর ভোট দেন দলের সিম্বল জোড়াফুল দেখে। তাই দল থেকে কারা গেল তা দিয়ে কিছু হয় না। মানুষ উন্নয়ন চায়, শান্তি চায়, সম্প্রতি চায়, বাঙালির সম্মান চায় যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সেটা দেওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।'

পানাগড় বাজারে রামনবমীর শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: প্রতি বছরের মত এবছরও রাম নবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় পানাগড় বাজারে। এদিন পানাগড় বাজার রাম নবমী সেবা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ যোগদান করেন বলে দাবি করেন উদ্যোক্তারা। এদিন পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় থেকে শুরু হয় প্রধান শোভাযাত্রা। এরপর শোভাযাত্রা যত এগোতে থাকে কাঁকসার ও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট শোভাযাত্রা প্রধান শোভাযাত্রায় যোগদান করে। শোভাযাত্রা পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় হয়ে ফের রণডিহা মোড়ে এসে শেষ হয়। এদিন শোভাযাত্রায় সকলকে উৎসাহ দিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ। এছাড়াও এদিন শোভাযাত্রায় যোগ দেন গলসির বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাজু পাত্র। পাশাপাশি এদিন শোভাযাত্রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিখ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই শোভাযাত্রায় মানুষের ভিড় বাড়ছে। শুধু হিন্দুরা নয় বিভিন্ন ধর্মের মানুষরাও এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। এটাই পানাগড়ের ঐতিহ্য। তবে এদিন শোভাযাত্রাকে ঘিরে এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা পানাগড় জুড়ে কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কাঁকসা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

রামনবমীর শোভাযাত্রার মাঝে বিদ্যুতের খুঁটিতে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার বিকালে পানাগড়ে রাম নবমীর শোভাযাত্রা বের হয়। হাজার হাজার মানুষ এদিন শোভাযাত্রায় অংশ নেন। সেই শোভাযাত্রা পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় পৌঁছানোর কথা ছিল সন্ধ্যায়। তার আগেই হৈচৈ পরে যায় দার্জিলিং মোড়ে। সেখানে রাস্তার ধারে একটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে সকলেই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কাঁকসা থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় দমকলে ও বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের কর্মীরা আগুন নিভিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। দমকলের কর্মীরা জানিয়েছেন, আগুনের জন্য শোভাযাত্রায় কোনো বিঘ্ন ঘটে নি।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
বি বি এজেন্সিজ প্রা লি.
(CIN: U51109WB1991PTC051042) রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গে সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত **বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তরাখণ্ড রাজ্যে"** পরিবর্তনের বিষয়টি নির্ধারণ নিমিত্ত কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ -২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, **কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী-৭০০১৩৫ (কলকাতা)** ঠিকানায় এবং একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির **রেজিস্টার্ড অফিসের নিম্নোক্ত ঠিকানায় : ৭ গ্র্যান্ট লেন, ৩য় তল, রুম নং ২১৬, বউবাজার, কলকাতা -৭০০০১২ (পশ্চিমবঙ্গ) ভারত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।**
বি বি এজেন্সিজ প্রা লি. এর পক্ষে
(নবীন কুমার গুপ্তা)
অতিরিক্ত ডিরেক্টর
ডিন - ০৬৯৮০০৪১
ঠিকানা : মহল্লা গণেশগঞ্জ
পুরানপুর পিলভিট-২৬২১২২ (ইউ পি)
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬
স্থান : কাশীপুর

পূর্বস্থলীতে উসকানিমূলক দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া-পূর্বস্থলী স্টেশন রোড এলাকায় উস্কানিমূলক দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, একটি আপত্তিকর লেখা দেওয়াল দেখা যাওয়ার পরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন এলাকার মানুষজন। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্বস্থলী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এবং আশ্বাস দেয় ওই আপত্তিকর দেওয়াল লিখন দ্রুত মুছে ফেলা হবে। পুলিশের আশ্বাসের পর সাময়িকভাবে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে ঘটনার জেরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন থাকে।

গঙ্গারামপুর গুলি-কাণ্ডে গ্রেপ্তার ২ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গঙ্গারামপুর শহরের তৃণমূল কর্মী শিবু চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় ঘণীভূত হচ্ছে রহস্য। বৃহস্পতিবার এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) শুভতোষ সরকার। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মূল অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি জারি রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রান্ত শিবু চৌধুরী এবং মূল অভিযুক্ত বাবু চৌধুরী একে অপরের ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক লেনদেন বা কোনো বিবাদ এই হামলার নেপথ্যে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে গঙ্গারামপুর থানার অদূরে বাবু চৌধুরী স্বয়ং শিবু চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান।

ঘটনার পর আক্রান্তের ভাই গঙ্গারামপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ মনোজ জাসওয়াল (৪৮) এবং বিশ্বজিৎ কুণ্ডু (৩২) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে পুলিশ ধৃতদের ১০ দিনের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

দুর্গাপুজো নয়, বাসন্তী পুজোই নন্দগ্রামের প্রাণের উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা এক নম্বর ব্লকের নন্দগ্রাম কালিতলা এলাকায় ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজো এবার পা দিল ৬৫ বছরে। বছরের এই সময়টাতেই যেন প্রাণ ফিরে পায় গোটা গ্রাম। উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে প্রতিটি প্রান্ত। দুর্গাপুজোর আদলেই এখানে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত টানা পাঁচদিন ধরে দেবী আরাধনা করা হয়। মঙ্গলবার ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় ধুমধাম করে পুজোর উদ্বোধন করেন পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ। তাঁদের উপস্থিতিতে উৎসবের সূচনা আরও গৌরবময় হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তা বাপি দেবনাথ জানান, 'এই পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি গ্রামের মানুষের আবেগ ও ঐক্যের প্রতীক। পুজোকে ঘিরে প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের আগমন ঘটে, গ্রাম জুড়ে তৈরি হয় এক মিলনমুখর পরিবেশ।' পুজোর পাঁচদিন জুড়ে থাকে নানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। মোমবাতি প্রজ্বলন, শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা, বাউল গান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে নন্দগ্রাম কালিতলা। পাশাপাশি বসে গ্রামীণ মেলা, যা ছোট থেকে বড় সকলেরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই বাসন্তী পুজোকে ঘিরে শুধু স্থানীয় মানুষই নয়, দূরদূরান্ত থেকেও বহু দর্শনার্থী ভিড় জমায়। ফলে পাঁচদিন ধরে নন্দগ্রাম কার্যত উৎসবের শহরে পরিণত হয়।

hindware
home innovation limited
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
CIN : L74999WB2017PLC222970
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭
ইমেল: investors@hindwarehomes.com
ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে কোম্পানির সদস্যদের অবহিতকরণ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন")-এর ধারা ১০৮-এর সাথে পঠিত ধারা ১১০, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২২ এবং বিধি ২০, এবং আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানাবলী, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, এবং এই বিষয়ে জারিকৃত পরবর্তী সার্কুলারসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধানমালা, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর প্রবিধান ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয় মান (এসএস-২) -এর বিধানাবলী অনুসারে এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে, এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধানাবলী (যার মধ্যে বর্তমানে বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রবর্তন অন্তর্ভুক্ত) অনুসারে, কোম্পানি ২৭/০২/২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে ("বিজ্ঞপ্তি") উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে, শুধুমাত্র নিম্নোক্ত বিষয়ের জন্য বৈদ্যুতিন উপায়ে (অর্থাৎ ই-ভোটিং) সদস্যদের অনুমোদন চাইছে :

দফ নং	বিবরণ
	বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে :
১	**কোম্পানির একজন নন-এক্সিকিউটিভ নন-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী রাম বাবু কাবরা (ডিআইএন ০০০২১৮৮৬)-এর নিয়োগ বিবেচনা ও অনুমোদন করা হলো।**

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে :
ক) উপরে উল্লিখিত বিধানাবলী এবং এমসিএ সার্কুলারসমূহ মেনে, কোম্পানি বৃহস্পতিবার, ২৬/০৩/২০২৬ তারিখে, ব্যাখ্যাসহ বিবৃতি সম্বলিত নোটিশটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সেই সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা শুক্রবার, ২০/০৩/২০২৬ ("কাট-অফ ডেট") অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।
খ) ই-ভোটিং পর্ব শুক্রবার, ২৭/০৩/২০২৬ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে।
গ) ই-ভোটিং পর্ব শনিবার, ২৫/০৪/২০২৬ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
ঘ) শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ক্ষেত্রেই ই-ভোটিং অধিকার শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা হবে, যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(সমূহ) দ্বারা পরিচালিত বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, তিনি এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশটিকে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করবেন।
ঙ) ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তির নোটে দেওয়া হয়েছে।
চ) কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ, ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে নিরীক্ষা করার জন্য শ্রী প্রবীণ কুমার ড্রোলিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্যপদ নং এফ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২)-কে নিরীক্ষক (স্ক্রুটিনাইজার) হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
ছ) এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তির মুদ্রিত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রিপেইড বিজনেস রিপ্লাই খাম পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে এবং সদস্যরা শুধুমাত্র ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল")-কে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
জ) যে সকল সদস্য নোটিশ পাননি, তাঁরা mdpldc@yahoo.com-এ লিখে ইমেলের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করতে পারেন অথবা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.hindwarehomes.com বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com/ থেকে তা ডাউনলোড করতে পারেন।
ঝ) ই-ভোটিং সুবিধা সংক্রান্ত সকল অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ দলভী, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারএক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল করতে পারেন কিংবা ০২২-৬২৩৪৩৬১১/২৪/২৬ নম্বরে ফোন করতে পারেন। এই পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্ন কোম্পানির আরটিএ-কে mdpldc@yahoo.com এই ঠিকানায় জানানো যেতে পারে।
ঞ) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থাৎ ২৫/০৪/২০২৬ তারিখের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানো হবে, এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শন করা হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিনিয়র ভি পি গ্রুপ জেনারেল কাউন্সেল
সদস্যপদ নং : এসিএস ১৬০৬৮
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৩.২০২৬

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2025-26/Legal/Mar/557 — **১৩.০৩.২০২৬**

স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে
আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১. চাঁদমুন্না শেখ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : তাজ হাউস, গোলপুকুর মন্ডল পাড়া বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল : chandmunnask@ymail.com মো: ৮১০০৪২৩৯৬৩।	২. মাহেবুব আলম শেখ (সহ ঋণগ্রহীতা ১), ঠিকানা : তাজ হাউস, গোলপুকুর মন্ডল পাড়া বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল : chandmunnask@ymail.com মো: ৬২৯০২৫২১৯৩।
৩. আরিফা খাতুন (সহ ঋণগ্রহীতা ২), ঠিকানা : তাজ হাউস, গোলপুকুর মন্ডল পাড়া বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল : chandmunnask@ymail.com মো: ৯৭৭৫৫৩৩২০২।	৪. আয়ুব আলম শেখ (সহ ঋণগ্রহীতা ৩), ঠিকানা : তাজ হাউস, গোলপুকুর মন্ডল পাড়া বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪। ইমেল : chandmunnask@ymail.com মো: ৭০০৩৭১৩৭০৪।

(পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতাগণ" হিসেবে উল্লিখিত)
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং বিধিমালা অধীনে নোটিশ

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড ("এএফএল"), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে 'সারফেসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।
১. এএফএল, তার ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমে, ঋণগ্রহীতাদের অনুরোধে, এতদসংযুক্ত তফসিল 'এ'-তে আরও বিশদভাবে বর্ণিত মেয়াদী ঋণ, সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, মোট ৫৭,৮০,০০০/- (সাতান্ন লক্ষ আশি হাজার টাকা) টাকার অনুমোদন করেছে। তফসিল 'এ'-তে বিশদভাবে বর্ণিত উপরোক্ত জামানতটি সারফেইসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) অনুসারে একটি 'সুরক্ষিত সম্পদ' এবং এর মাধ্যমে এএফএল-এর অনুকূলে সুরক্ষিত স্বার্থ তৈরি হয়েছে।
২. যেহেতু আপনারা, ঋণগ্রহীতারা, আপনাদের সম-মাসিক কিস্তি (ইএমআই) পরিশোধে ক্রমাগত খেলাপি হয়েছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের হিসাবসমূহ নন পারফর্মিং অ্যাসেট (**"এনপিএ"**) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা মেনে **০৫.০৩.২০২৬** তারিখে ঋণগ্রহীতাকে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল।
৩. এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ক্রেডিট সুবিধার জন্য ০৬.০৩.২০২৬ তারিখের এনপিএ বিজ্ঞপ্তি পত্র (রেফারেন্স নং AFL/NPA/CO/Mar-26/4644) এর মাধ্যমে এএফএল কর্তৃক আপনাকে, প্রাপকদের, অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করার উপরোক্ত তথ্য জানানো হয়েছিল।
৪. উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, সুরক্ষিত পাওনাদার, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুসারে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতার প্রতি এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছেন এবং এতদ্বারা আপনাদের সকল প্রাপক(গণ)-কে, যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে, সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রতি বকেয়া মোট আইএনআর সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। **সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিন) মধ্যে, ০৫.০৩.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় **৫৭,৯৩,৬৭৯ টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত উনআশি টাকা)** যা এতদ্বিষয় তফসিল বি-তে আরও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক হারে প্রযোজ্য সুদ, অতিরিক্ত সুদ, খেলাপি সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় সুরক্ষিত ঋণদাতা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার জন্য উপলব্ধ সুরক্ষাস্বত্ব প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
ক. এতদসংক্রান্ত তফসিল 'এ'-তে উল্লিখিত জামানতি সম্পদের দখল গ্রহণ করা, যার মধ্যে ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে তা নগদায়নের অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
খ. সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪)(বি) এবং ধারা ১৫-এর শর্তে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, আপনার, প্রাপক(দের) ব্যবসার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা, যার মধ্যে ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে জামানতি সম্পদ নগদায়নের অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
গ. জামানতি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যেকোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা, যার দখল এএফএল গ্রহণ করবে;
ঘ. যেকোনো সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, এমন যেকোনো ব্যক্তিকে, যিনি আপনার, প্রাপক(দের) কাছ থেকে কোনো জামানতি সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে আপনার, প্রাপক(দের) কোনো অর্থ প্রাপ্য আছে বা হতে পারে, এএফএল-কে জামানতি ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া।
৫. আপনাদের সকলকে জানানো ও সতর্ক করা হচ্ছে যে, সারফেসি আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুসারে, সুরক্ষিত ঋণদাতার পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত সুরক্ষিত সম্পদ (অধীনস্থ তফসিল 'এ'-তে উল্লিখিত) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে এবং তৎসংক্রান্ত কার্যক্রমে এএফএল কর্তৃক উদ্ভূত সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।
৮. অনুগ্রহ করে আরও লক্ষ্য করুন যে, এই বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের বিধান অনুসারে এবং/বা চুক্তি অনুযায়ী বা উভয় অনুসারে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি কার্যক্রম/আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত।

আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা (১ কাঠা ৪ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট , দাগ নং ৩৮৮ এবং ১ কাঠা ১১ ছটাক ৪১ বর্গফুট , দাগ নং ৩৮৭ অধীন) তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাপ ১৩৩৩ বর্গফুট, ঢাকা এরিয়া ১০১৬ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৭১, তৌজি নং ২৫০ , আরএস দাগ নং ৩৮৮, ৩৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৫৯৩৬, ২৯৩১, এলআর খতিয়ান নং ২৭৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৩২৫, হোল্ডিং নং ৫১২, গোল পুকুর রোড, কলকাতা- ৭০০১৪৫, থানা - বারুইপুর, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বারুইপুর পুরসভা অধীন। ভবন/প্লটের চৌহদ্দি : পূর্বে : সম্পত্তি অবস্থিত দাগ নং ৩৮৮। পশ্চিমে : ৮ চওড়া সাধারণ চলার পথ। উত্তরে : সম্পত্তি অবস্থিত দাগ নং ৩৮৭ এবং ৩৮৮। দক্ষিণে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ।

তপশিল বি :
৫ মার্চ ২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এর বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
মর্টগেজ লোন ("ক্রেডিট ফেসিলিটি আই")	0456MMA00018709	আইএনআর ৫৭৮০০০০	৫,৬৮০,৭১৪	৯৩৪	২৯,০৮,৮৪৪
	মোট				২৯,০৮,৮৪৪

সুবিধা চুক্তি মোতাবেক চিহ্নিত হারে প্রযোজ্য সুদ।

'বিজেপি ডাকাতের দল, ওরা দেশটাকে বেচে দিচ্ছে'

ভোটে বিজেপিকে 'বেলাইন' করার আহ্বান মমতার

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: বীরভূম ধনধান্যে পূর্ণ হয়েছে। বক্রেশ্বর থেকে শুরু করে পাথরচাপুড়ির মাজার, জেলার পাঁচটি সতীপীঠ এমনকি মামাভাগ্নে পাহাড় ও সংলগ্ন পাহাড়েশ্বর মন্দিরের উন্নয়ন করা হয়েছে, আগামী দিনে এই বীরভূম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন হবে। বীরভূমের খয়রাশোলে নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই দাবি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি দেউচা পাঁচামিতে কাজ শুরু হয়েছে,এখানে প্রায় এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এখন সেখান থেকে পাথর উত্তোলন হচ্ছে। কয়লা খনিকে ঘিরেই আরো কর্মসংস্থান হবে, যদিও রাজ্য সরকার অনেকের চাকরি দিয়েছেন এবং ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন, আগামী দিনে যাদের জমি যাবে, তাঁরাও ক্ষতিপূরণ ও সরকারি চাকরি পাবেন।' গোটা বীরভূমে প্রত্যেকটি জায়গায় উন্নয়ন হয়েছে দাবি করে মমতার ব্যঙ্গ, 'তৃণমূলকে চোরের দল বলে বেড়াচ্ছে বিজেপি, রাজ্যের উন্নয়ন তারা দেখতে পাচ্ছে না, তাদের ভাষা নেই, শব্দ হারিয়ে গিয়েছে।' এরপর বিজেপিকে এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি ডাকাতের দল, তাই তারা দেশটাকে বিক্রি করে চলেছে। একদিকে রেলকে বিক্রি করে দিচ্ছে, তেমনি এলআইসি-সেল সব বিক্রি করছে।' যারা টাকার জন্য দেশটা বিক্রি করে দেয়, তাদের ভোটে 'বেলাইন' করার আহ্বান জানান মমতা। খয়রাশোলে গোষ্ঠ ডাঙার মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় দুবরাজপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেশ চন্দ্র বাউড়ির সমর্থনে এসে বিজেপিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটের লাইন থেকে বেলাইন করার আহ্বান জানান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মমতার প্রশ্ন, 'আপনারা কাদের ভোট দেবেন, যারা আপনাদের লাইনে দাঁড় করিয়েছে তাদের? না যারা আপনাদের পাশে থেকেছে তাদের?' এরপরই মমতা মনে করিয়ে দেন, 'মোদী নোট বন্দি করে মানুষকে ব্যাংকের লাইনে দাঁড় করিয়েছিলেন, এসআইআরের লাইনে কিছুদিন আগেই দাঁড় করিয়েছেন।' দু-কোটি চাকরির ভাঁওতা প্রতিশ্রুতি দেওয়া মোদীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'গ্যাস বেলুন' এখন নিজেই গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন, দুদিন পর আর রান্নার গ্যাস পাবেন কিনা জানিনা। তখন ওই গরুর গাড়ি ভরসা, আর উনুন জ্বালাতে হবে।' এই রেশ টেনে মমতা বলেন, 'মোদীর সরকার আসার আগে গ্যাসের দাম ছিল ৪০০ টাকা আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ১১০০ টাকা।' এরপর তাঁর আশ্বাস, 'বাংলায় তৃণমূল থাকলে সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে।' তারপর সরকার কি কি সুবিধা দিয়েছে সেই প্রকল্পের লিস্ট শুনিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আগামী দিনে আপনাদের আশীর্বাদে ক্ষমতায় এলে সব কাঁচা বাড়ি পাকা হবে, প্রত্যেকটি বাড়িতে জল পৌঁছাবে।' তাঁর আরও দাবি, তিনি মুখে যেটা বলেন সেটাই করেন। এরপর কেন্দ্র সরকারকে একহাত নিয়ে বলেন, '১০০ দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বাকি রেখেছে, আমরা নিজেরাই পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা করেছি। বাংলার বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি।' নাম না করে রাজ্যের দুই বিজেপি নেতাকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'হাঁদাভোঁদা' দুই ভাই চক্রান্ত করে চলেছে। ভেবেছিল রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট করবে, বেছে বেছে সমস্ত কিছু তারা চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ওরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উকুনের মত বেছে বেছে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা, আত্মসম্মান রক্ষা এবং ঠিকানা বাঁচাতে হলে তৃণমূলকেই ক্ষমতায় আনতে হবে।' তিনি বলেন, 'আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি একাই একশো, তাই প্রতিবাদ করে চলেছি। বিজেপি জাতের নামে বজ্জাতি আর ধর্মের নামে অধর্ম করছে। তাই এই বাংলায় শান্তির জন্য, উন্নয়নের জন্য তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিন।' এরপর তিনি দুবরাজপুরের প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি, বোলপুরের প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা, রামপুরহাটের প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাঁইথিয়ার প্রার্থী নিলাবতী সাহা এবং লাভপুরের প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানাকে উপস্থিত সমর্থকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। বৃহস্পতিবার এই সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল, কোর কমিটির সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরী ও সুদীপ্ত ঘোষ-সহ জেলা ও ব্লক স্তরের তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিক্ষুব্ধ তাজমুলকে 'মামা' সম্বোধন করে মিষ্টিমুখ করালেন তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকতে 'নাটক' মন্তব্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রার্থী হতে না পেরে প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাহির করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন। অভিমানবশত দলীয় প্রার্থীর প্রচার থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কার্যত নিজেকে একঘরে করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেই হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান মন্ত্রী তাজমুকে 'মামা' সম্বোধন করে অভিমান ভাঙাতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন এবং মিষ্টিমুখ করালেন। কিছুক্ষণ ধরে মামা ও ভাগ্নের আলাপচারিতায় যেন দুই পক্ষের বরফ গলেছে এমনটাই দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তাজমুল হোসেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিধায়ককে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর এবং বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব দেন। এই বিধায়কের বিরুদ্ধে যদিও বিগত দিনে কোনও অভাব অভিযোগ দলের তরফ থেকে ওঠেনি। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের কাছেও বিধায়ককে নিয়ে কোনরকম অভাব অভিযোগ ছিল না। কিন্তু তারপরেও আচমকা তাজমুল হোসেনের বদলেই নতুন মুখ হিসাবে মতিবুর রহমানকে তৃণমূলের প্রার্থী করতেই যেন গোষ্ঠীকোন্দল প্রকোট ভাবে দেখা যায়।

মন্ত্রী প্রার্থী হতে না পেরে অসন্তোষ প্রকাশের পর নিজে যে বিপাকে পড়েছেন, সেই পরিস্থিতির আঁচ করতে পেরেই বিধায়ক তাজমুলের সংলগ্নে আসার বহু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর। অবশেষে মন্ত্রী তাজমুলকে 'মামা' বানিয়ে বরফ গলানোর চেষ্টা করলেন ওই প্রার্থী। বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বাসভবনে যান তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমান। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন আলোচনা করেন। মামা বলে সম্বোধন করে মিষ্টি খাইয়ে দেন। তারপরেই সব জল্পনার অবসানের কথা দলীয় তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর সহ দলীয় নেতৃত্বের দাবি, 'তাজমুল হোসেন টিকিট পাননি মানে তিনি এলাকার উন্নয়ন করেননি এমনটা নয়। বিধায়ক হিসেবে তাজমুল হোসেন যথেষ্ট ভাল কাজ করেছেন।' এদিকে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তই আমার কাছে চূড়ান্ত। এবারে প্রার্থী হতে পারি নি বলে আফসোস করেছিলাম। কিন্তু তা বলে বিজেপিকে কোনরকম সুযোগ করে দেওয়া হবে না। এই কেন্দ্রে তৃণমূলী জয়লাভ করবে।' এদিকে তৃণমূলের এমন আদিখ্যেতাকে কার্যত উপহাস করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, 'এটা লোক দেখানো। আসলে ওই দলের রানিং বিধায়ক প্রার্থী হতে পারেননি। এখন যিনি প্রার্থী হয়েছেন, তিনি নাকি রানিং বিধায়ককে মামা বলে ডাকছেন। নিজেকে ভাগ্নে বলছেন। অদ্ভুত এদের কার্যকলাপ। এত সহজেই মানুষকে বোকা বানানো যাবে না। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল এই হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে অব্যাহত রয়েছে। এবারের ভোটে মানুষ যোগ্য জবাব দেবে।'

অনুদান প্রাপ্তির লিফলেট বিতরণ, বিতর্কে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লক্ষ্মীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু, যুবসাথী, বাংলার বাড়ি, দুয়ারে রেশন, স্বাস্থ্য সাথী থেকে তরুণের স্বপ্নের মতো ১০টি সরকারি প্রকল্পের তালিকা তৈরি করে পরিবার ধরে ধরে বার্ষিক অর্থ প্রাপ্তির নিয়ে বাড়ি বাড়ি নির্বাচনী প্রচারের কাজ শুরু করেছে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের নেতৃত্বে পরিবারের প্রধানের নামে বার্ষিক অনুদান প্রাপ্তির ওই লিফলেট বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। এবার সরকারি অনুদানের বিষয়টি সাধারণ ভোটারদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে 'কৃতজ্ঞতাপাশে' আবদ্ধ করতে চাইছে শাসক দল। এভাবে অভিনব এই প্রচারের মাধ্যমে ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের জয়ের পথ সুগম করাই তৃণমূলের অন্যতম লক্ষ্য বলেও মনে করছেন অনেকেই। তৃণমূলের তরফে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া লিফলেট প্রাপকদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, 'সরকারি সুবিধা পেয়েছি ও পাচ্ছি। আর সেই সূত্রেই তাঁদের পাশে থাকাও আমাদের কর্তব্য।' ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের দাবি, '৯০টি প্রকল্পের তালিকা স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। ১০টি প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ বলছেন তাঁরা উপকৃত হয়েছেন। সঙ্গে এই উদ্যোগে ভালো সাড়া মিলছে বলে তিনি জানান।'

অন্যদিকে, বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাসের দাবি, 'অনুদানের টাকা সরকারের নয়, টাকা মানুষের। এখন অপেক্ষা ৪ মে-র। তারপর দেখবেন ওই মানুষগুলোই নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাটমানির হিসেব বুঝে নেবেন।'

খানাকুলে তৃণমূলের ঘাঁটিতে ধস

সংখ্যালঘু পরিবার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের মুখে আবারও সংগঠনে ধসের আশঙ্কা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। এবারের ঘটনা হুগলির খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রের গণেশপুর এলাকা ঘিরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার প্রায় ১৫টি সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। খানাকুলের বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা গেরুয়া শিবিরে সামিল হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছিল। সেই অসন্তোষ থেকেই তারা দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। নতুন যোগদানকারীদের ফুলের মালা ও দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে। শুধু উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে কাজ দেখতে চাইছে। সংখ্যালঘু সমাজের মানুষরাও আজ বুঝতে পেরেছেন, তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এতদিন। তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।' তিনি আরও দাবি করেন, আগামী দিনে এই যোগদানের সংখ্যা আরও বাড়বে এবং খানাকুলে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। অন্যদিকে, সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া সংখ্যালঘু যুবক সাদ্দাম বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমাদের এলাকার উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। কাজের সুযোগ, রাস্তা, পানীয় জল, সব ক্ষেত্রেই আমরা বঞ্চিত। তাই আমরা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হয়েছি এবং বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।' তিনি আরও জানান, 'উন্নয়নের আশাতেই এই সিদ্ধান্ত।' যদিও এই ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবি, এটি সামান্য কিছু মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, এর সঙ্গে দলের সংগঠনের কোনও বড় ভাঙনের সম্পর্ক নেই। তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা বলেন, 'ভোটের আগে এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। বিরোধীরা প্রচারের জন্য এ ধরনের বিষয়কে বড় করে দেখাতে চাইছে।' তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এই ধরনের দলবদল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এতদিন ধরে এই ভোটব্যাঙ্কই তৃণমূলের শক্তির অন্যতম ভিত্তি ছিল। ফলে এই ঘটনায় কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়তে পারে শাসকদল। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে, খানাকুলে রাজনৈতিক লড়াই এবার বেশ জমজমাট হতে চলেছে।

টিকিট না পেয়ে বিরোধিতা নয়, সংযত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিকাশ রায়চৌধুরীর আনুগত্য দেখে বীরভূমে খয়রাশোলে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য শেষ করে বিকাশের সঙ্গে কথা বললেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিউড়ি ভারত সংঘের বাসন্তী প্রতিমা।

সিউড়ি ৬-এর পল্লি ক্লাবের বাসন্তী পুজো উপলক্ষে কুমারি পূজা।

সন্দেশখালিতে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালিতে বিজেপি প্রার্থী সনৎ সরদারের বিরুদ্ধে পড়লো পোস্টার। পোস্টারে লেখা, 'সনৎ সরদারকে অবিলম্বে প্রার্থীপদ থেকে বদল করতে হবে।' এই পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

পোস্টারটি আদিবাসী বৃন্দদের পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছে এমনটাই লেখা নিচে। সন্দেশখালি বিধানসভার ন্যাজাট এলাকায় এই পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে। কিছু পোস্টার রাতারাতি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কিছু পোস্টার রয়ে গিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে যার বিরুদ্ধে পোস্টার সেই সনৎ সরদার বলেন, 'এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। লোকসভা ভোটের নিরিখে সন্দেশখালি বিধানসভায় তৃণমূল অনেক ভোটে পিছিয়ে আছে, তাই ভোটে হারার ভয়ে এইসব অপপ্রচার করছে। বিজেপিকে এবং সনৎ সরকারকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। আমাদের বিজেপির দলের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই।' যদিও এই বিষয়ে সন্দেশখালি ১-এর ব্লক সভাপতি ইমাম আলি গাজী বলেন, 'এই পোস্টারের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। কারণ বিজেপির কর্মীরা হতাশ, তারা চেয়েছিল সন্দেশখালির একজন ভূমিপুত্রকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে। কিন্তু যাকে প্রার্থী করা হয়েছে সে এখন বসিরহাটের বাসিন্দা। তাই তাঁকে মেনে নিতে পারছেন না বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা। আর ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে সন্দেশখালিতে যে আন্দোলন হয়েছিল তার ফলে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে একটা প্রভাব পড়েছিল। এখন আর সেই প্রভাব পড়ার কোনও জায়গা নেই, তার কারণ সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে সেই ঘটনা বিজেপির ষড়যন্ত্র ছিল। মহিলাদেরকে সামনে রেখে বিজেপি চক্রান্ত করে সন্দেশখালিকে অশান্ত করে তুলেছিল। যে মহিলাদের দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল বিজেপি, সেই মহিলাদের ভেতরে কারোকে প্রার্থী করতে পারল না বিজেপি, বিজেপির এতটাই খারাপ অবস্থা যে, একজন ভালো মহিলাকে পেল না সন্দেশখালি থেকে প্রার্থী করার জন্য। তাই বিজেপি দলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আর এটা সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এবার বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রচুর ভোটে পরাজয় হবে।'

বসিরহাটে তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ শতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্রার্থী পছন্দ না হওয়াতে তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যোগ দিল শতাধিক নেতা ও কর্মী, সমর্থকেরা। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার মুরারিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের আইএসএফের ভোট প্রচারের কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচিতে শতাধিকেরও বেশি তৃণমূল নেতা, কর্মী, সমর্থকরা আইএসএফে যোগ দিলেন। তাঁরা বলেন, বসিরহাট উত্তরে তৃণমূলের প্রার্থী তাঁদের মনমতো না হওয়ায় তাঁদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ। আর সেই কারণে তাঁরা এই প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারছেন না কোনভাবেই। যার কারণে আইএসএফে যোগদান করলেন। আইএসএফের প্রার্থী মুসা কারিমুল্লা জানান, 'আমরা জানতাম, তৃণমূল এত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যার কারণে ওদের মধ্যে ভাগাভাগি নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভরে গিয়েছে। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার প্রচারে বেরিয়ে প্রচুর মানুষের সাড়া পাচ্ছি। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গার তৃণমূলের নেতা, কর্মী, সমর্থকরা দলে দলে যোগদান করছে আইএসএফ-এতে।' তিনি আরও বলেন, 'যেতার জন্য ১০০ শতাংশ আশাবাদী কারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে আসছে। আর যাতে সেই অন্যায় না হয় তাই সঠিক মুখ চিনতে বা সঠিক দল বাছতে মানুষ আমাদের দলে যোগদান করছে।'

পাড়া বিধানসভায় বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপির পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার নির্বাচনী কার্যালয়ের ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সভাপতি শংকর মাহাতো। জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা বিকাশ ব্যানার্জী, পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি-সহ বিভিন্ন মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতিগণ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দারা ও কর্মীরা। বিজেপির পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের পুণরায় মনোনীত প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'পাড়া বিধানসভার চেলিয়ামাতে একটি নির্বাচনী কার্যালয়ের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ার জন্য নির্বাচনের প্রাক্কালে এদিন সেই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি। এই কার্যালয় থেকে পাড়া বিধানসভার নির্বাচনের সমস্ত কাজ করতে সুবিধে হবে।'

মেদিনীপুরে প্রচারে ঝাঁপালেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিজেপির তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় মেদিনীপুর কেন্দ্রে নাম ঘোষণা হওয়ার পর এই সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি ডঃ শংকর গুছাইত শুক্রবার থেকে প্রচারে নেমেছেন। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই মেদিনীপুর কেন্দ্রে বিজেপি নেতা, কর্মীদের নির্বাচনী প্রচারে তৎপরতা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জোরকদমে প্রচারে নামেন বিজেপি প্রার্থী। মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখনে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে 'গৃহ সম্পর্ক অভিযান'-এও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তিনি। এদিন শহরের একাধিক ওয়ার্ডে তাঁর প্রচারে উল্লেখযোগ্যভাবে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যা, চাহিদা ও প্রত্যাশার কথা শোনেন তিনি। প্রার্থীর এই জনসংযোগ কর্মসূচি ঘিরে এলাকায় উৎসাহ ও কৌতূহল দুটোই লক্ষ্য করা যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে আরও জোরদার হবে প্রচার কর্মসূচি। মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সংগঠনকে মজবুত করে ভোটের ময়দানে ইতিবাচক ফল আনাই এখন মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

রঘুনাথপুরে পথদুর্ঘটনায় জোড়া মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুই বাসিন্দার পৃথক পৃথক দুটি ঘটনায় গাড়ির ধাক্কায় দুই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে বুধবার সন্ধ্যায়। বাড়ির সামনেই রাস্তায় অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বছর ৭৮-এর মৃত ওই বৃদ্ধর নাম ধরণীধর রায়। তাঁর বাড়ি রঘুনাথপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যার দিকে রঘুনাথপুর-আদ্রা রাস্তায় রঘুনাথপুর শহরের ইলেকট্রিক অফিসের সামনে ধরণীধর বাবুকে কোনও এক অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটর বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে রঘুনাথপুর শহরে ঢোকার মুখে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল বছর ৪৭-এর দীপঙ্কর কর্মকার নামে এক ব্যক্তির। পুলিশ তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকেও চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ হাসপাতাল থেকে দেহ দুটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ ঘাতক গাড়ি দুটির সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

দামোদর নদে তলিয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: দামোদর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃত ওই ছাত্রের নাম অর্ণব ব্যানার্জী। মেমারি থানার ছিনুই এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ চার বন্ধু মিলে ছিনুই থেকে মধ্যপাল্লা এলাকায় দামোদর নদের স্নান করতে নামে। স্নান করতে করতে হঠাৎ দামোদর নদে তলিয়ে যায় অর্ণব ব্যানার্জী নামের ওই কিশোর। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জাল ফেলে উদ্ধারের চেষ্টা চালায় মৎস্যজীবীরা। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খবর পেয়ে। তবে ডুবুরি জলে নামার আগেই মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে দেহ। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যায় মেমারি হাসপাতালে। কিশোরের সঙ্গে স্নান করতে আসা বাকিদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। তাদের ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ফের কাঠগড়ায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

রোগীর বেডের পাশে ঘুরছে সারমেয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অবাধে ঘুরছে সারমেয়, হাসপাতালের প্রতীক্ষালয়ে গরুর অবাধ বিচরণ। হঠাৎ করে দেখলে প্রশ্ন জাগতে পারে পশু হাসপাতাল কি না। উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের বেডের পাশে এভাবেই ঘুরে-বেড়ায় পশু। নিত্যদিন এমন ছবি দেখা যায় বলে অভিযোগ রোগীর পরিবারের। কয়েকদিন আগে গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালে রোগীর বেডে সারমেয় শুয়ে থাকার ছবি ভাইরাল হয়। আর এবার সামনে এল উত্তরপাড়ার ছবি। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন উত্তরপাড়ার সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলছেন হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়রাও। যেখানে মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার কথা সেখানে সারমেয়, বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে! বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা। উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার মহম্মদ মহসিন ফোন ধরে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে ফোন কেটে দেন। সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন। বলেন, 'সব হাসপাতালের একই অবস্থা। চূড়ান্ত দুর্নীতি চলছে।'

অন্ধ্রে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১৪, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার রায়াবরমের কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪ হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২৩ জন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি শোকবার্তায় দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। উপরাষ্ট্রপতিও একে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা বলে উল্লেখ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিজনদের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি টুইট করে জানান, ক্ষুণ্ণমার্কাপুরামের বাস দুর্ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবরে আমরা অত্যন্ত শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় করছি।' অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার রায়াবরমের কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪ হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২৩ জন। বৃহস্পতিবার স্ল্যাব কোয়ারির কাছে একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে একটি লরির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং আগুনের লেলিহান শিখায় বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। মার্কাপুরমের ডিএসপি ডঃ ইউ. নাগরাজু জানান, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। পরে জেলার পুলিশ সুপার ভি. হর্ষবর্ধন রাজু জানিয়েছেন, নিহতদের সংখ্যা ১৪-য় পৌঁছেছে এবং চালক,সহ ২৩ জন আহতকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ ওঙ্গোল-মার্কাপুরম জাতীয় সড়কে একটি বেসরকারি বাস এবং একটি লরির মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বেসরকারি বাসটি জগতিয়াল থেকে কালিগিরির দিকে যাচ্ছিল, আর লরিটি মার্কাপুরমের দিকে যাচ্ছিল। বেসরকারি বাসটি লরিকে সরাসরি ধাক্কা দেওয়ায় আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় হরিকৃষ্ণ ট্র্যাভেলসের বাসটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সংঘর্ষের তীব্রতায় সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায়, ফলে অনেক যাত্রী বেরোনোর সুযোগ পাননি। বাসে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। সামনের অংশে থাকা কয়েকজন যাত্রী কোনওভাবে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচলেও পিছনের অংশে থাকা যাত্রীরা আগুনে আটকে পড়েন।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি আহতদের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় বিধায়ক কন্দুলা নারায়ণ রেড্ডিও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পুলিশ মৃতদের পরিচয় শনাক্ত করার ও দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

শনিবার উত্তর প্রদেশে মোদী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ মার্চ, শনিবার উত্তর প্রদেশ সফরে যাবেন। ওই দিন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ গৌতম বুদ্ধ নগরের জেওয়ারে অবস্থিত নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করবেন। নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটিকে সড়ক, রেল, মেট্রো এবং আঞ্চলিক গণপরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে নির্বিঘ্ন সংযোগ রেখে একটি মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিমানবন্দরটিতে একটি মাল্টি-মোডাল কার্গো হাবও রয়েছে, যা বছরে ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি পণ্য পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং যা প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য।

সুস্থ হচ্ছেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জ্বরের জন্য ২৪ মার্চ রাতে সোনিয়া গান্ধিকে স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডঃ অজয় স্বরূপের মতে, অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সোনিয়া গান্ধির চিকিৎসা চলছে। এদিকে, অসুস্থ মা-কে দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে যান সোনিয়ার ছেলে রাহুল গান্ধি। হাসপাতালে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

রামমন্দিরে ভক্তের ঢল, জমজমাট সরযূর তীর

অযোধ্যা, ২৬ মার্চ: রামনবমী উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের আগমনে জমজমাট হয়ে উঠেছে রামনগরী অযোধ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগমন হয় অযোধ্যায়। বহু পুণ্যার্থী রামমন্দিরে পূজার্চনা ও রামলালার দর্শন করেন। এই উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

তবে, জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত রাকেশ তিওয়ারি বলেন, 'সমস্ত সংযোগ' ২৭ তারিখে ঘটছে, তাই রাম নবমী ২৭ মার্চ- শুক্রবার পালিত হবে। অযোধ্যার রাম মন্দিরে 'সূর্যতিলক'ও সেদিনই হবে।' অর্থাৎ বৃহস্পতিবার নয়, শুক্রবারই রামনবমী পালিত হবে অযোধ্যার রামমন্দিরে। ওই দিনই 'সূর্যতিলক'ও হবে।

মেয়েদের পথের বাধা দূর করতে দিল্লি সরকার কাজ করবে: রেখা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: চৈত্র নবরাত্রির অষ্টম দিনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বৃহস্পতিবার কন্যাপুজো করেন। পরে তিনি বলেন, মেয়েদের পথে সমস্ত বাধা দূর করতে দিল্লি সরকার কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেন, 'দিল্লির প্রত্যেক কন্যা যেন কোনও বাধা ছাড়াই নিজের পড়াশোনা শেষ করতে পারে, স্কুলজীবন শেষ করে স্নাতক হতে পারে এবং যা হতে চায়, তাই হতে পারে। তার পথের সমস্ত বাধা দূর করার জন্য সরকার কাজ করবে।'

মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আরও বলেন, 'অনেক কন্যাকে প্রায়ই স্কুল থেকে বাড়ি এবং বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। এই বিদ্যাবাহিনীর মাধ্যমে আমি নবম শ্রেণির প্রত্যেক ছাত্রীকে সাইকেল দেব, যাতে সে তার নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি জুড়ে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে। মেয়েরা হল দুর্গার রূপ, সরস্বতীর রূপ। আগামী দিনে তারা এই শহর এবং আমাদের দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে। সরকারের পক্ষ থেকে আমি আমার প্রত্যেক কন্যাকে অভিবাদন জানাই এবং তাদের অশেষ আশীর্বাদ করি। সে যেন এগিয়ে যায় এবং অনেক উন্নতি করে, সে যা হতে চায়, তাই যেন হতে পারে। সরকার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে যাতে সে তার পড়াশোনা শেষ করতে পারে।'

ভারী তুষারপাত চলছেই সিকিমে

গ্যাংটক, ২৬ মার্চ: ভারী তুষারপাত হয়েই চলেছে সিকিমে। পাহাড়, রাজ্য স্তাঘাট বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু করেছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)। একটানা ভারী তুষারপাতের পর, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর উদ্যোগে পূর্ব সিকিমের নাথু লা পাস, সোমগো লেক, বাবা হরভজন সিং মন্দির এবং জালুক-সহ প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বরফ সরানোর কাজ পুরোদমে চলছে। তুষারপাতের জন্য রাস্তা বন্ধ যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন পর্যটকরা। অনেক জায়গাতেই পর্যটকরা আটকে পড়েছেন। শুধু তুষারপাত নয়, ভারী বৃষ্টিও হয়েছে সিকিমে। ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমের নানা স্থানে রাস্তায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তা। আপাতত রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে জোরকদমে।

ময়দান

প্রকাশ পেল আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি, কলকাতায় নেই কোহলি-ধোনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট ঘোষণার আবহে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল বিসিসিআই। এর আগে প্রাথমিকভাবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত সূচি ঘোষণা করা হলেও, বৃহস্পতিবার বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে যে, এবারের আইপিএলের গ্রুপ পর্ব চলবে আগামী ২৪ মে পর্যন্ত। এরপর শুরু হবে প্লে-অফের লড়াই, আর তার পরেই অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। সব মিলিয়ে এবারের আসরে মোট ৫০টি ম্যাচ খেলা হবে দেশের ১২টি ভিন্ন স্টেডিয়ামে, যা ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করেছে।

উল্লেখ্য, ২৮ মার্চ থেকেই শুরু হচ্ছে এবারের আইপিএল। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনেই মাঠে নামতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে নাইট ব্রিগেডকে। ২৯ মার্চ অ্যাওয়ে ম্যাচে কেকেআরের প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মরশুমের শুরুতেই এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে উঠেছে সমর্থকদের মধ্যে।

তবে এবারের সূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, গ্রুপ পর্বের একেবারে শেষ ম্যাচটিও খেলবে কেকেআর। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে নামবে অজিঙ্ক রাহানের দল। ফলে প্লে-অফে ওঠার সমীকরণ যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঝুলে থাকে, তবে সমস্ত হিসাব-নিকাশ মাথায় রেখেই মাঠে নামার সুযোগ পাবে নাইটরা। এই দিক থেকে কেকেআরের জন্য সূচি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে, কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য কিছুটা হতাশার খবরও রয়েছে। এবারের আইপিএলে শহরের মাটিতে দেখা যাবে না দুই তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। কারণ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কেকেআরের একমাত্র ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে রায়পুরে, যা বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় ঘরের মাঠ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ফলে ইডেন গার্ডেন্সে কোহলির ব্যাটিং দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না কলকাতার সমর্থকরা।

একইভাবে, চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে চিপক স্টেডিয়ামে যেতে হবে কেকেআরকে। ধোনিদের ঘরের মাঠেই সেই লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। ফলে কলকাতায় বসে ধোনির নেতৃত্ব বা তার ব্যাটিং উপভোগ করার সুযোগও এ বছর মিলছে না।

সবমিলিয়ে, এবারের আইপিএলের সূচি যেমন প্রতিযোগিতামূলক, তেমনই কৌশলগত দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কেকেআরের জন্য এই সূচি একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জের, তেমনই সুযোগেরও। মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারলে, নাইটদের প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন ফুটবলার সৌমিক দে-র বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা আসন্ন অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী মীনাক্ষি মুখার্জি।

পাকিস্তান বধ ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনূর্ধ্ব -২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তানকে ৩-০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। ম্যাচের শুরু থেকেই পাকিস্তানকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েনি ভারত। সময় নষ্ট না করে শুরু থেকেই আক্রমণ চালাতে থাকে ভারত। ১ মিনিটেই প্রথম গোল করে বিশাল যাদব এগিয়ে দেন ভারতকে। গুরনাজ সিং গ্রেওয়ালের দুর্দান্ত পাসে বল জালে জড়িয়ে দেন বিশাল। গোল পেয়েও দমে যায়নি ভারতীয় আক্রমণ বিভাগ। পাকিস্তান ডিফেন্স হিমসিম খেতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধেও একই মেজাজে খেলা শুরু করে ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নামা ঋষি সিং ওমাং ডোডুমকে হেড বল প্লেস করেন, ডোডুমের দুর্দান্ত গোলে ২-০ হয়। ৮৪ মিনিটে প্রশান্ত জাজোকে বক্সের ভিতর ফাউল করেন পাক ডিফেন্ডার। পেনাল্টি থেকে ডোডুমের গোলে ৩-০ জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত।

পরের বছরের শুরুতে সিটি অফ জয়-এ কিং ও হিটম্যান!

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরশুমের ঘরোয়া সূচি ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। ২০২৬-২৭ মরশুমে দেশের মাটিতে জমজমাট আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসতে চলেছে। সূচি অনুযায়ী মোট ১৭টি শহরে ২২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে ৯টি একদিনের ম্যাচ, ৮টি কুড়ি ওভারের ম্যাচ এবং ৫টি টেস্ট ম্যাচ। ফলে গোটা মরশুম জুড়েই ব্যস্ত থাকবে ভারতীয় দল।এই সূচিতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উঠে এসেছে কলকাতার ইডেন উদ্যান। ঐতিহ্যবাহী এই মাঠে একটি একদিনের ম্যাচ আয়োজিত হবে। আগামী বছরের ৩ জানুয়ারি এই মাঠে মুখোমুখি হবে ভারত ও জিম্বাবোয়ে। ফলে দীর্ঘ দিন পর আবার বড় ম্যাচের সাক্ষী হতে চলেছে ইডেন, যেখানে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা থাকবেই। মরশুমের শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়ে। এই সিরিজে তিনটি একদিনের ম্যাচ ও পাঁচটি কুড়ি ওভারের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম একদিনের ম্যাচটি হবে তিরুঅনন্তপুরমে। এরপর গুয়াহাটি ও চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হবে বাকি দুই ম্যাচ। অন্য দিকে, কুড়ি ওভারের ম্যাচগুলি হবে লখনউ, রাঁচি, ইন্দোর, হায়দরাবাদ এবং বেঙ্গালুরুতে। এই সিরিজ দিয়েই ভারতীয় দলের ব্যস্ত সূচির সূচনা ঘটবে। এরপর ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কা দল আসবে ভারতে। তাদের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং তিনটি কুড়ি ওভারের ম্যাচ খেলবে ভারত।

একদিনের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে দিল্লি, বেঙ্গালুরু ও আমদাবাদে। আর কুড়ি ওভারের ম্যাচগুলি আয়োজিত হবে রাজকোট, কটক এবং পুণেতে। দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবসময়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তাই এই সিরিজ নিয়েও যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। নতুন বছরের শুরুতেই জিম্বাবোয়ে দলের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খেলবে ভারত। তিন ম্যাচের এই সিরিজের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। এরপরের ম্যাচগুলি হবে হায়দরাবাদ এবং মুম্বইয়ে। এই সিরিজে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পাশাপাশি তরুণদেরও সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সবশেষে মরশুমের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হিসেবে থাকছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। জানুয়ারির ২১ তারিখ নাগপুরে শুরু হবে এই সিরিজ। এরপরের টেস্ট ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচি এবং আমদাবাদে। এই সিরিজটি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দুই দলের মধ্যে টেস্ট লড়াই সবসময়ই হাড্ডাহাড্ডি হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, আসন্ন মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের জন্য একের পর এক রোমাঞ্চকর ম্যাচ অপেক্ষা করছে। দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়বে ক্রিকেটের উন্মাদনা আর দর্শকরাও মুখিয়ে থাকবেন তাঁদের প্রিয় দল ও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স দেখার জন্য।

আইপিএলে কেন কম বাংলার মুখ? কারণ খুঁজছে বঙ্গ ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বাংলার ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বরাবরই আলোচনার বিষয়। দেশের অন্যতম বড় এই মঞ্চে যেখানে বিভিন্ন রাজ্যের তরুণ প্রতিভারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছেন, সেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব বরাবরই তুলনামূলক ভাবে কম। প্রশ্ন উঠছে; কেন এই পরিস্থিতি?

বর্তমানে বাংলার হয়ে নিয়মিত আইপিএলে দেখা যায় ঋদ্ধিমান সাহা, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদ কিংবা আকাশ দীপদের মতো ক্রিকেটারদের। মাঝে মধ্যে সুযোগ পান অভিমন্যু ঈশ্বরনের মতো প্রতিভারাও। কিন্তু সংখ্যার বিচারে বাংলা অনেকটাই পিছিয়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাত বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যের তুলনায়। প্রথম এবং সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে পরিকাঠামোর অভাব। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের অধীনে কলকাতায় আধুনিক সুবিধা থাকলেও জেলার অনেক জায়গাতেই এখনও মানসম্মত পিচ, জিম বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব রয়েছে। ফলে তৃণমূল স্তরে প্রতিভা তৈরি হলেও সঠিক পরিচর্যার অভাবে অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের সুযোগ ও এক্সপোজারের অভাবও বড় কারণ। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি এখন মূলত নজর দেয় ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশাপাশি বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগ ও ট্রায়ালের পারফরম্যান্সের উপর। বাংলার অনেক ক্রিকেটার নিয়মিত জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ না পাওয়ায় স্কাউটদের নজরে আসতে পারেন না। এই জায়গায় অন্যান্য রাজ্যের ক্রিকেটাররা এগিয়ে। তৃতীয়ত, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছুটা পিছিয়ে বাংলা। দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ক্রিকেটের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে টেস্ট ও একদিনের ফরম্যাট ঘিরে। ফলে আগ্রাসী ব্যাটিং বা ডেথ ওভারে বিশেষজ্ঞ বোলারের সংখ্যা তুলনামূলক কম। আধুনিক ক্রিকেটে এই দক্ষতাই আইপিএলে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলিও একাধিকবার বলেছেন, বাংলার ক্রিকেটারদের আরও আত্মবিশ্বাসী ও আক্রমণাত্মক হতে হবে। তাঁর মতে, শুধুমাত্র টেকনিক নয়, ম্যাচ জেতানোর মানসিকতা গড়ে তোলাও জরুরি।

অন্য দিকে, ইতিবাচক দিকও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুকেশ কুমার কিংবা আকাশ দীপদের মতো পেসাররা আইপিএলে ভালো পারফরম্যান্স করে নজর কাড়ছেন। এতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রতিভার অভাব নয়, বরং সুযোগ, পরিকাঠামো এবং আধুনিক ক্রিকেটের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার অভাবই বাংলার ক্রিকেটারদের আইপিএলে কম উপস্থিতির প্রধান কারণ। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ হলে ভবিষ্যতে এই চিত্র বদলানো সম্ভব বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নোটিশ: টিআরএস-এসআরসি-ওটি-বিজি-৪এ-৬১৬; কাজের বিবরণ:** ইএলএস/এসআরসি,দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ডব্লিউএপি৪ লোকোমোটিভের ৪০টি বগি মেরামত/পুনর্বাসন; **টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ):** ₹ ৬৭,৭৩,২০০.০০; **ইএমডি:** ₹ ১,৩৫,৫০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **খোলার তারিখ:** ২২/০৪/২০২৬ তারিখ ১৫:৩০ টায়; **সম্পন্নের মেয়াদ:** ২৪ মাস; **জমা দেওয়ার তারিখ:** ২২/০৪/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতাদের টেন্ডারের সমস্ত বিবরণ, বিস্তারিত তথ্য, নির্দিষ্টিকরণ, সংশোধনী দেখতে এবং তাদের বিড জমা দিতে অবশ্যই www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। (PR-1351)

offline Short Sealed BID-08 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for (1) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Domkal PS (phase-IV), 8 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. **(2)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Daulatabad PS (phase-IV), 3 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. **(3)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Raninagar PS (phase-IV), 5 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, **P.W.D.(4)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Lalgola PS(phase-IV) 5 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. **(5)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Murshidabad PS(phase-IV), 7 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D **(6)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Ranitala PS(phase-IV), 4 nos in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. **(7)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Jiaganj PS (phase-IV), 5 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D **(8)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Jalangi PS (phase-IV), 4 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D **(9)** Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Islampur P.S (phase-IV), 4 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. Date of Publication of BID:- **26.03.2026.**
Last date and time of application for quotation documents :- **28.03.2026 Upto 1:00 p.m.**
Last date and time of issuance of Quotation documents:- **28.03.2026 upto 3.00 pm.**
Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope:- **28.03.2026 Upto 4:30 p.m.**
Opening of the Quotations:- **28.03.2026 upto 5.00 PM.**
The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice board.
Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

তারকাদের মেগা ডুয়েলের সাক্ষী হতে চলেছে সোনারপুর দক্ষিণ

শুভাশিস বিশ্বাস

বিজেপি ২০২৬-এ সোনারপুর দক্ষিণের রাজনৈতিক আকাশে যেন নক্ষত্রের সমারোহ। ২০২১,এও প্রায় একই ছবি ছিল এই কেন্দ্রে। বিজেপির প্রার্থী টিভি সিরিয়ালের পরিচিত মুখ অঞ্জনা বসুকে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন তৃণমূলের রুপোলি পর্দার নায়িকা লাভলি মৈত্র। এবারেও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। এবার লাভলির বিপরীতে মহাভারতের রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণকে একটু বেশি জটিল করতে লড়াইয়ে নেমেছেন আরও এক অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রী রাজন্যা হালদার। আর বামফ্রন্টের হয়ে ময়দানে রয়েছেন সিপিআই প্রার্থী পারমিতা দাশগুপ্ত।

তবে ২০২৬-এর নির্বাচনী লড়াইয়ে লাভলি আদৌ টিকিট পাবেন কি না তা নিয়ে শুরু হয় জোর জল্পনা। তবে সে জল্পনা ধোপে টেঁকেনি, তৃণমূল হাইকম্যান্ড ফের তাঁকেই টিকিট দিয়েছে। গত পাঁচ বছর লাভলি চেষ্টা চালিয়েছেন জনসংযোগ বাড়াতে। রাজপুর-হরিনাভির মতো বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিক সভাও করতে দেখা গেছে তাঁকে। আর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'যে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তারকা বলে আলাদা গুরুত্বের কিছু নেই।' রূপা গঙ্গোপাধ্যায় আরও অনেক পরিশীলিত ভাষায় জানান, 'তিনজনই মহিলা প্রার্থী। কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত লড়াই নেই।' তবে এটা ঠিক যে, বিজেপি রূপাকে প্রার্থী ঘোষণা করতেই সোনারপুর দক্ষিণের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। আর রূপা প্রথম দিন প্রচারে এসে জানান, 'হেভিওয়েট বলে কাউকে মনে করি না, আমার ওজনটাই একটু হেভি।'

এদিকে এঁদের মধ্যে জায়গা করে নিতে চাইছেন রাজন্যা। এক সময়ে তৃণমূলের সক্রিয় মুখ হলেও, দলছাড়া হয়ে 'জনসংগ্রাম মঞ্চ' গড়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর সমর্থনে এলাকায় পোস্টার ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারও শুরু হয়েছে। রাজন্যার দাবি, 'এখানে যারা দাঁড়িয়েছেন, কেউই প্রকৃত স্থানীয় নন। সোনারপুরের সমস্যার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ নেই। বরং তিনি এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর স্থানীয়দের দাবিতেই তিনি প্রার্থী। শুধু সোনারপুর দক্ষিণই নয়, আসানসোল দক্ষিণেও প্রার্থী হয়ে তিনি চাইছেন নিজের রাজনৈতিক বিস্তার ঘটাতে। এর পাশাপাশি খুব চুপিসারেই সংগঠনকে পাশে নিয়ে জোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সিপিআই প্রার্থী পারমিতা দাশগুপ্ত। ছোট ছোট সভা, মিছিল ও ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে তিনি নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে তারকার লড়াই নয়, রুজি-রুটির লড়াই।'

এদিকে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমেই খণ্ডন করেন তাঁকে বহিরাগত বলে তকমা দেওয়ার ঘটনা। আর এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, তাঁর বাবা-মা রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে থাকতেন। সেই কারণে এই এলাকার সঙ্গে আমার প্রায় ৩০ বছরের যোগাযোগ রয়েছে। আর সেই কারণেই এখানকার সমস্যার কথা তিনি ভালোভাবেই জানেন। সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি, রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে সোনারপুরে এসেছেন এবং এবার সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে।

ভোটের আগে হিংসা ও কারচুপির আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে জানান, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে প্রস্তুত রয়েছে তাঁদের সংগঠিত বাহিনী। এরই পাশাপাশি রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এও জানান, 'আমাদের বিরাট একটা বাহিনী তৈরি হয়ে আছে।

কোন কোন এলাকায় সমস্যা হতে পারে, সব খোঁজ নেওয়া আছে। বাহিনী নামবে, নজরদারি থাকবে।' সঙ্গে এ বার্তাও দিয়েছেন, বিগত নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট, রিগিং এবং গণনায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তবে এবার আর নয়। কারণ, হিসেবে তিনি এও জানান, এসআইআর-এর ফলে অনেক ভুয়ো ভোটার বাদ গিয়েছে। ছাপ্পা মারার সুযোগ পাবে না কেউ। তবে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, 'আমরা জানি কোন থানার ওসি, এসপি কী করেছে। এখন একে একে সরানো হচ্ছে। একটা ভুল করলেই পরের দিন নির্বাসন। ফলে সরকারের হাতের পুতুল যারা ছিল, তারা এখন ভেঙে পড়েছে।'

পাশাপাশি রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্বাস, 'কর্মীরা এবার আর আক্রান্ত হবেন না। একটা-দুটো জায়গায় হয়েছে। তাদেরকে পাল্টা দেওয়া হয়েছে।' একইসঙ্গে তাঁর বার্তা, 'আমাদেরকে আর মারবার চেষ্টা কোরো না। আমাকে অনেক মেরেছ, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছ, তাও আমাকে দমাতে পারোনি। মানুষ এখানে বাঁচতে চায়। যদি এবার আপনি বাঁচতে চান, এই সোনারপুরের মাটিতে বাঁচতে চান, তাহলে আপনাকেও বিজেপিকেই ভোট দিতে হবে। না হলে আপনারও পাততাড়ি গুটিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।' আর এখানেই ফুঁসে উঠেছেন লাভলি। তিনি বিজেপিকে বিদ্ধ করে জানান, 'দেখুন এটা তো বিজেপির কালচার। উনি যে দলের প্রার্থী হয়েছেন সেই দলের এটা কালচার। গুন্ডামি, মস্তানি, বাইরে থেকে লোক আনা, অসভ্যতা করা এটা ওনাদের কালচার। উনি যে দলের সঙ্গে রয়েছেন, সেই দলের ওটা কালচার। আমি যে দলের প্রার্থী হয়েছি, আমাদের কালচার ওটা নয়। আমাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন। সেই উন্নয়নকে সঙ্গে নিয়ে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে আমরা লড়াই করব এবং আমরা লড়ে জিতব।' তবে রূপার দাবি, 'জবাব দেবেন সোনারপুরের মানুষই। বেকারত্ব ও দুর্নীতি বাংলাকে গ্রাস করছে।' একইসঙ্গে প্রত্যয়ী বার্তা, 'এবার জয় হবে পাণ্ডবদের।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সোনারপুর দক্ষিণের রাজনৈতিক লড়াইয়ের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ বিধানসভায় এই কেন্দ্রে লাভলি জিতেছিলেন ২৬ হাজার ১৮১ ভোটে। ২০২৪ লোকসভায় ব্যবধান কমে তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ বিজেপির থেকে ৯৭০০ ভোট বেশি পেয়েছিলেন। যা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনের মধ্যে সবচেয়ে কম লিড শাসক দলের।

যে সোনারপুর দক্ষিণে তারকাদের লড়াই সেই বিধাসভা কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগানা জেলার মধ্যে পড়ে। জেনারেল ক্যাটাগরির এই আসন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। ১৯৬২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ভেঙে সোনারপুর দক্ষিণ এবং সোনারপুর উত্তর, এই দু'টি নতুন কেন্দ্রের সৃষ্টি করা হয়।

সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই কেন্দ্রটি বিলুপ্ত হয়। এর পরিবর্তে সোনারপুর দক্ষিণ ও সোনারপুর উত্তর কেন্দ্র দু'টি চালু করা হয়। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার ৮ থেকে ২৪ নম্বর;মোট ১৭টি ওয়ার্ড এবং সোনারপুর ব্লকের অন্তর্গত ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। তবে বৃহত্তর কলকাতার শহুরে বিস্তৃতির অংশ হিসেবে সোনারপুরের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই এলাকাটি মহানগরীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এবং এর ভূপ্রকৃতি মূলত সমতল; পাশ দিয়েই বয়ে গেছে আদি গঙ্গা ও অন্যান্য শাখানদী। এখানকার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো ক্ষুদ্র শিল্প, বাণিজ্য এবং কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবা। অন্যদিকে, গ্রামীণ এলাকাগুলোতে কৃষিকাজও অব্যাহত রয়েছে। এই এলাকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী; শহরতলি রেললাইন সোনারপুরকে শিয়ালদহের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং প্রধান সড়কপথগুলো এটিকে কলকাতা ও বারুইপুরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রটি কলকাতার বেশ কাছেই অবস্থিত;দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার; অন্যদিকে জেলা সদর বারুইপুরও এখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় তা সহজেই নাগালের মধ্যে রয়েছে। সোনারপুর দক্ষিণ থেকে রাজপুরের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার, আলিপুরের দূরত্ব মোটামুটি ১৮ কিলোমিটার এবং ডায়মন্ড হারবারের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। কলকাতার প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোও এখান থেকে যাতায়াতের সুবিধাজনক দূরত্বের মধ্যেই অবস্থিত। শিয়ালদহ রেল স্টেশন এখান থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার, হাওড়া স্টেশন প্রায় ২৫ কিলোমিটার, এসপ্ল্যানেড প্রায় ২২ কিলোমিটার এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কলকাতার অন্যতম আইকনিক স্থাপত্য 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' সোনারপুর দক্ষিণ থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার এবং পার্ক স্ট্রিট প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সোনারপুর এলাকাটি কলকাতা শহরতলি রেল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। সোনারপুর জংশন শহরতলি রেল ব্যবস্থার শিয়ালদহ-নামখানা শাখায় অবস্থিত; এর ফলে এই কেন্দ্রটির সঙ্গে মধ্য কলকাতা এবং জেলার দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। শহরতলি রেলের এই পরিষেবাটি এখানকার নিত্যযাত্রীদের কাছে 'জীবনরেখা' বা লাইফলাইন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা এই বিধানসভা কেন্দ্রটিকে মহানগর কলকাতার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে রেখেছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০২৪ সালে সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৯৮,৭৬৭, যা ২০২১ সালের ২,৮৮,৬২৩ এবং ২০১৯ সালের ২,৬৮,৩৬২ সংখ্যাটি থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি মূলত একটি শহুরে কেন্দ্র। ২০১১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রের জনসংখ্যার ৭১.৯৪ শতাংশ ছিল শহুরে এবং ২৮.০৬ শতাংশ ছিল গ্রামীণ। জনসংখ্যার ৩০.৬৪ শতাংশ নিয়ে তফসিলি জাতি ছিল বৃহত্তম গোষ্ঠী, এবং তফসিলি উপজাতি ছিল ০.৫৯ শতাংশ। মোট ভোটারের ৮.৪০ শতাংশ ছিল মুসলিম। এই কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতির হার বরাবরই বেশ জোরালো ছিল; ২০১১ সালে তা সর্বোচ্চ ৮৩.৭৮ শতাংশে পৌঁছেছিল এবং ২০২৪ সালে তা সর্বনিম্ন ৭৮.০৩ শতাংশে নেমে এসেছিল। এর মধ্যবর্তী সময়ে, ২০১৬ সালে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৮২.৫৬ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৯.৪৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৮০.৮৩ শতাংশ।

সোনারপুর দক্ষিণের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, ১৯৬২ সালের পর থেকে ২০০৬ সালে বিলুপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১২টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচনগুলোর মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নয়বার জয়লাভ করেছিল। এরপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) দু'বার এই আসনে জয়ী হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনেই তৃণমূল কংগ্রেস এই আসনে একবার জয়লাভের নজির গড়েছিল।

২০১১ সালে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথমবার ভোটের পর থেকে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনেই তৃণমূল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। জীবন মুখোপাধ্যায় ২০১১ ও ২০১৬ সালে টানা দুবার এই আসনে জয়লাভ করেন; তিনি যথাক্রমে ৩৭,৭৭৪ এবং ১৫,২৯৮ ভোটের ব্যবধানে সিপিআই প্রার্থী তারিত চক্রবর্তীকে পরাজিত করেছিলেন। ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের টানা তৃতীয় জয়টি নিশ্চিত করে, যখন তাদের মনোনীত প্রার্থী অরুন্ধতী মৈত্র

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
অরুন্ধতি মৈত্র (লাভলি)	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৯,২২২	৪৭.০০ %
অঞ্জনা বসু	বিজেপি	৮৩,০৪১	৩৬.০০ %
শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়	সিপিএম	৩১,৭৭৮	১৪.০০ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,৫৫০	১.১০ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
সোনারপুর দক্ষিণ	২,৯৮,৭৬৭	২,৬৭,৯১১	২,৬০,৫২১

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

২৬,১৮১ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী অঞ্জনা বসুকে পরাজিত করেন। বিজেপির ভোটের হার ২০১১ সালের ১.৭৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ৭.৭২ শতাংশে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে ২০২৪ সালে তা বেড়ে ৩৫.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, বামফ্রন্টের ভোটের হার ২০১৬ সালের ৪০.৪৩ শতাংশ থেকে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালে ১৩.৬৫ শতাংশে নেমে আসে।

সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সংসদীয় নির্বাচনী এলাকাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য এবং বামফ্রন্টকে পেছনে ফেলে বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসার একটি প্রবণতা নজরে আসছে। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআই(এম)-এর চেয়ে যথাক্রমে ২০,৬৬৯ এবং ১৭,৮২৪ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে বিজেপি তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছে; ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলটি তৃণমূলের চেয়ে যথাক্রমে ১৪,৫৫৪ এবং ৯,৭১৯ ভোটে পিছিয়ে ছিল। এবার পশ্চিবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ২ দফায়। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফা। সেদিন ১৫২ আসনে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় ভোট ২৯ এপ্রিল। সেদিন ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। আর ৪ মে হবে ভোটগণনা।

তবে বিদায়ী বিধায়ক লাভলি যাই দাবি করুন না কেন তাঁর ভাবমূর্তি ঠিক কতটা স্বচ্ছ রয়েছে স্থানীয়দের কাছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। কারণ, বিধায়ক লাভলির কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে একাধিক অভিযোগ ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন সোনারপুরের তৃণমূল কর্মীরা। এই বিষয়েও লাভলিকে সতর্ক হতে বলেছে দল। এরপর আরজি কর কাণ্ডে চিকিৎসকদের আন্দোলনকে অসম্মান, ডাক্তারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টে সোনারপুরের বিধায়ক লাভলি মৈত্রর বিরুদ্ধে মামলা হয়। আর এই মামলার প্রেক্ষাপট তৈরি হয় তাঁরই এক বক্তব্যকে ঘিরে। কারণ, তিনি চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'দিনের পর দিন আন্দোলনের নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। গরিব মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য আসে, যারা গ্রামবাংলা থেকে আসে, যারা প্রান্তিক এলাকা থেকে আসে, যাদের চিকিৎসা করার ক্ষমতা নেই প্রাইভেট হাসপাতালে গিয়ে, আজকে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক? এরা মানুষ? কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা।' এখানেই থেমে থাকেননি লাভলি। সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে এও জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে যদি আঙুল কেউ তোলে, সেই আঙুল কী ভাবে নামাতে হয়, আমরা খুব ভাল ভাবে জানি।' এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সিপিএম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। লাভলির এই মন্তব্যের বিরোধিতায় সরব হয় বিরোধী দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রীর 'ফোঁস' পরামর্শের ফলশ্রুতিতেই শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন বিজেপি এবং সিপিএমের নেতারা। এরপর তাঁকে সতর্ক করে তৃণমূল হাইকম্যান্ডও। একইসঙ্গে তাঁকে আগামীতে এধরনের 'বাজে' মন্তব্য করার থেকে বিরত থাকতেও নির্দেশ দেওয়া হয়।প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের আবহে দলের একাধিক নেতা-কর্মীর 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মন্তব্য নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে রাজ্যের শাসকদলকে এমনটা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশও। শুধু তাই নয়, তৃণমূল বিধায়কের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যেও সামনে আসছে 'অসঙ্গতি'র অভিযোগ। 'ডিগ্রি' সংক্রান্ত তথ্য অপরিবর্তিত থাকলেও, তিন জায়গায় কলেজের নাম তিন রকম। এই ঘটনাকে সামনে এনে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত যে পোস্ট করেন, তাতে তিনি লেখেন, সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়কের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে 'বিস্ময়কর অসঙ্গতি' রয়েছে। সুকান্ত লেখেন, 'সরকারি নথি অনুযায়ী তিনি ২০২০ সালে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেছেন। অথচ তাঁর সচিত্র প্রচার পুস্তিকায় লেখা, তিনি নাকি সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে ইতিহাসে বিএ।' সুকান্ত আরও লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য পরিচিতি পুস্তকে কলেজের নাম বদলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 'গোয়েঙ্কা কলেজ', যেখানে ইতিহাস পড়ানোই হয় না। আবার বিধানসভার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পূর্ণ রূপে ফাঁকা।' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শুধু অভিযোগ তুলেই থামেননি। শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসঙ্গকে এই 'অসঙ্গতি'র সঙ্গে জুড়ে লেখেন, 'খুব সহজেই অনুমেয়, এই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকলে শিক্ষার মানের অবক্ষয় কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে! আর শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রশ্নে তো তৃণমূলের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই!' এর জবাব দিতে গিয়ে আর 'কারচুপি'র অভিযোগ প্রসঙ্গে শালীনতার মাত্রা পার করে সুকান্তকে 'হাফপ্যান্ট মন্ত্রী' বলে আক্রমণ করেন লাভলি। পাশাপাশি এও জানান, 'ছাপার ভুল'। বললেন, 'দায় আমার নয়'। পাশপাশি সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক এও জানান, 'সেন্ট পল্‌স কলেজে আমি পড়তাম। এটাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সেই কলেজ আমাকে ছেড়ে দিতে হয়। আমি ওখানে পড়াশোনা চালাতে পারিনি। কারণ খুব কম বয়স থেকে আমি পেশাদার অভিনয় শুরু করি। তখন অভিনয়ের কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকতাম যে, কলেজ আমাকে ছেড়ে দিতে হয়।' তবে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার ফল কী হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা বাতুলতা মাত্র তবে এটাও ঠিক কেন্দ্রটি গঠিত হওয়ার পর থেকে এখানে অনুষ্ঠিত মোট সাতটি নির্বাচনেই যার মধ্যে চারটি লোকসভা এবং তিনটি বিধানসভা নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখে জয়লাভ করেছে। এমনই এক প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও দলটি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় সুস্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে চলেছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে এই অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টির বাড়তে থাকা প্রভাব এবং বিশেষ করে ২০২৪ সালের নির্বাচনে তারা ভোটের ব্যবধান কমিয়ে মাত্র ৪.২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এই বিষয়গুলো ইঙ্গিত দেয় যে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে টানা চতুর্থবারের মতো এই আসনটি জয়ের প্রচেষ্টায় বিজেপি এবার একটি অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চলেছে। আর এই কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের ভোট কোনও কারণে বিভক্ত হলে তা নিঃসন্দেহে বিজেপিকে সাহায্য করবে। ফলে ২০২৬ সালের তারকা প্রার্থীদের এক মেগা ডুয়েল দেখতে চলেছে সোনারপুর দক্ষিণ।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

প্রচারে বেরিয়ে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল চপ ভেজে রাজ্যে কর্মসংস্থানের যা পরিস্থিতি তার প্রতিবাদ করছেন।

প্রচারে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়।

প্রকাশ হয়নি কংগ্রেসের তালিকা। তার আগেই বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরীর নামে দেওয়াল লিখন।

প্রচারে রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমএল (লিবারেশন) প্রার্থী মানস ঘোষ।